Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার

রোলঃ 227021230

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার

রোলঃ 227021230

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মরিয়ম আক্তার, আইডিঃ 227021230 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মরিয়ম আক্তার

আইডিঃ 227021230

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইলম বা জ্ঞান মানুষের জীবনের এক মহামূল্যবান সম্পদ। এটি মানবজাতির উন্নতি, নৈতিক উৎকর্ষ, এবং আধ্যাত্মিক সফলতার মূল চাবিকাঠি। ইসলামে ইলে7৭ম শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হয়েছে, কারণ এটি মানুষের জীবনে সঠিক পথ নির্দেশ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে ইলেম অর্জনের গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

ইলেম মানুষের চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায় এবং জগত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে। ইলেম মানুষকে শুধু পার্থিব জীবনের উন্নয়ন নয়, বরং পরকালীন জীবনের জন্যও প্রস্তুত করে। এই অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে আমরা ইলেম শিক্ষার গুরুত্ব, ইসলামের দৃষ্টিতে এর মর্যাদা এবং এর ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব, যা আমাদের জীবনে ইলেম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা শুধুমাত্র ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সর্বস্তরের কল্যাণ নিশ্চিত করে। এই কল্যাণ অর্জনের জন্য ইলেম অপরিহার্য। ইলেম মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে, তাকে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে।

ইলম কী?

ইলম (العلم) একটি আরবি শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ হলো "জ্ঞান" বা "জ্ঞানের অধিকারী হওয়া"। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের মন ও আত্মাকে আলোকিত করে এবং তাকে সঠিক পথ চিনতে সাহায্য করে। ইলমের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টি এবং নিজেদের জীবনযাত্রার সঠিক দিকনির্দেশনা পায়।

ইলম শব্দটি ইসলামী শিক্ষা, ধর্মীয় দিকনির্দেশনা, এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসহ সকল ধরনের উপকারী জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি কেবল একটি পার্থিব প্রয়োজন নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইলমের ভাষাগত সংজ্ঞা

ইলম শব্দটি "علم" (আ'লামা) মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জানানো, বোঝানো বা শিক্ষিত করা। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়:

- **তথ্য:** সঠিক তথ্য বা জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।
- **অভিজ্ঞতা:** কোনো বিষয়ে গভীর অভিজ্ঞতা থাকা।
- **চেতনা:** আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম ও তাঁর অনুগ্রহ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

শারঈ সংজ্ঞা (ইসলামী দৃষ্টিকোণ) ইসলামের দৃষ্টিতে, ইলম হলো এমন জ্ঞান যা মানুষকে স্রষ্টার পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ইলমকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়:

১)ফরজে আইন:

এটি প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজ জ্ঞান। যেমন:

  - তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ)
  - নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের বিধান
  - নৈতিকতা ও জীবনযাত্রার মূলনীতি

২)ফরজে কিফায়া:

সমাজে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অর্জিত জ্ঞান। যেমন:

- বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল
- অর্থনীতি, ইতিহাস এবং অন্যান্য পার্থিব জ্ঞান

ইলমের ইসলামি সংজ্ঞার উপাদান

ক)আল্লাহর সৃষ্টির চেতনা:

ইলম মানুষকে সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; **বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। (সূরা আয-যুমার, ৩৯:৯)**

খ)জ্ঞান অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ " .

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। । (ইবনে মাজাহ,২২৪)

গ)পরিচালনার দিকনির্দেশনা:

ইলম মানুষকে নিজের জীবন সঠিকভাবে পরিচালনার জ্ঞান দেয় এবং সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে।

ইলমের হাকিকত

ইলম (জ্ঞান) ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ একটি ধারণা। এর হাকিকত (প্রকৃত সত্য) বোঝা মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইলম এমন এক ঐশ্বরিক দান যা আল্লাহ তাআলা মানুষকে অন্য সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এটি কেবল তথ্যের সঞ্চার নয়; বরং এটি সত্য, উপলব্ধি, বোধশক্তি, এবং ঈমানের সাথে সম্পর্কিত একটি গভীর জ্ঞান।

ইলমের হাকিকত হলো সত্যকে উপলব্ধি করা, সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারা এবং জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া। এটি কেবল পার্থিব উন্নতির জন্য নয়; বরং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং আখিরাতের সফলতার জন্যও অপরিহার্য। ইসলামে ইলম এমন একটি দায়িত্ব যা প্রতিটি মানুষের জীবনে পালন করা উচিত। ইলম অর্জনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর পথে পরিচালিত হতে পারি এবং নিজের, সমাজের, এবং পুরো মানবজাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারি।

ইলমের হাকিকত: ইসলামের দৃষ্টিতে

ইলমের হাকিকত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

১)ঈমান এবং আমলের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান:
ইলম এমন জ্ঞান যা ঈমানকে দৃঢ় করে এবং আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়। এটি মানুষকে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় করিয়ে দেয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুস্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।
(সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

২)তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়া:
ইলমের মূল হাকিকত হলো তাওহিদকে উপলব্ধি করা। এটি মানুষের মন ও আত্মাকে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং তার প্রতি আনুগত্যে উৎসাহিত করে।

)সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান:
ইলম মানুষকে সত্যকে গ্রহণ করতে এবং মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করতে শেখায়। এটি জীবনযাপনের সঠিক পথ নির্দেশ করে।

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

বস্তুতঃ আমি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দু'টি পথ দেখিয়েছি।
(সূরা আল-বালাদ, ৯০:১০)

৪)উপকারী জ্ঞান:
ইসলামে প্রকৃত ইলম সে জ্ঞানকে বলা হয়, যা মানুষের আত্মিক, সামাজিক, এবং পার্থিব জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

،وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

> **"হে আল্লাহ! আমাকে এমন জ্ঞান দান করুন যা উপকারী।"**
> (মুসলিম, হাদিস: ২৭২৮)

৫)কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান:
ইসলামে ইলমের প্রকৃত হাকিকত হলো কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা। এই জ্ঞান মানুষকে সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নিষেধ এবং সঠিক জীবনযাপনের পদ্ধতি শেখায়।

ইলমের হাকিকতের বিভিন্ন দিক

১. **আধ্যাত্মিক দিক:**

ইলম কেবল পার্থিব জ্ঞান নয়; বরং এটি আত্মার পরিশুদ্ধি ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে। এটি মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং তাকে নৈতিকতায় উন্নত করে।

২. **বুদ্ধিবৃত্তিক দিক:**

ইলম মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করতে শেখায় এবং তাকে সৃজনশীল করে তোলে। এটি যুক্তি এবং প্রমাণের মাধ্যমে সত্যকে বোঝার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৩. **সামাজিক দিক:**

ইলম সমাজে সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমাজের নেতৃত্ব দেন এবং সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

৪. **ব্যবহারিক দিক:**

ইলম মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তি, এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে সাহায্য করে।

ইলমের প্রকৃত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

১) অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা:

প্রকৃত ইলম হলো এমন জ্ঞান যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাকে সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

২)আল্লাহর প্রতি ভয় ও আনুগত্য:

ইলমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি মানুষকে আল্লাহর প্রতি বিনীত করে তোলে।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুস্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। (সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

৩)মানবজাতির উপকারে আসা:

প্রকৃত ইলম মানুষের নিজের এবং অন্যদের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। এ ধরনের ইলমই ইসলামে প্রশংসিত।

৪)সততা ও ন্যায়পরায়ণতা:

ইলম মানুষকে সত্যবাদী এবং ন্যায়পরায়ণ হতে শেখায়।

৫)অহংকার থেকে মুক্ত থাকা:

প্রকৃত ইলম অর্জন করলে মানুষ নম্র হয় এবং নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়।

ইলমের হাকিকত কুরআন ও হাদিসের আলোকে

১)কুরআনের আলোকে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়- 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিবে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয়- 'তোমরা উঠে যাও', তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (সূরা আল মুজাদালাহ, ৫৮:১১)

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইলমে দ্বীন বা ধর্মীয় জ্ঞান ইসলামের মূল ভিত্তি এবং প্রতিটি মুসলিমের জীবনের অপরিহার্য অংশ। এটি মানুষের স্রষ্টার প্রতি ঈমান, ইবাদত, এবং জীবন পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানুষের আত্মিক, নৈতিক, এবং সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এটি শুধু ধর্মীয় জ্ঞান নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়। ইলমে দ্বীনের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক উন্নতি ঘটে, সামাজিক শান্তি স্থাপিত হয়, এবং আখিরাতে জান্নাতের সফলতা অর্জন সম্ভব হয়। প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো ইলমে দ্বীনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করা এবং অন্যদের কল্যাণে অবদান রাখা।

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য

১. আল্লাহকে চেনা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন

ইলমে দ্বীনের প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর একত্ববাদ, তার গুণাবলি, এবং তার প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। এটি মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারীতা অর্জন করতে পারবে।

২. সঠিক ইবাদতের পদ্ধতি শেখা

ইলমে দ্বীনের অন্যতম লক্ষ্য হলো নামাজ, রোজা, হজ, এবং জাকাতের মতো ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

৩. নৈতিক চরিত্র গঠন

ইসলামের মূলনীতি হলো নৈতিক উৎকর্ষ। ইলমে দ্বীন মানুষকে ভালো চরিত্রবান হতে এবং অন্যায়-অবিচার থেকে বিরত থাকতে শেখায়।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।

(তিরমিজি, হাদিস: ১১৬২)

৪. জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান

ইলমে দ্বীন মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এটি পরিবার, সমাজ, এবং ব্যক্তিগত জীবনে ন্যায় ও ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে।

৫. দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করা

ইসলামে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য হলো এই দুই জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

ইলমে দ্বীনের উদ্দেশ্য

১. ঈমান মজবুত করা

ইলমে দ্বীনের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমানকে দৃঢ় করতে পারে। এটি তাওহিদ এবং রিসালাতের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করে।

২. **জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়**

ইলমে দ্বীনের মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান ও কর্মকে একীভূত করা। অর্থাৎ, শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে তা জীবনে বাস্তবায়ন করা।

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করলো এবং তা অনুসারে কাজ করলো, সে সাফল্য লাভ করল।"
(মুসলিম, হাদিস: ৪৮৬৭)

৩. পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখা

ইলম মানুষকে সঠিক-ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় এবং তাকে পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে।

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ৷

(সূরা বাকারা, ২:২)

৪. সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

ইলমে দ্বীনের মাধ্যমে মানুষ ন্যায়বিচার এবং মানবিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

৫. আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি

ইলমে দ্বীনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো আখিরাতের সফলতার জন্য প্রস্তুত হওয়া। এটি মানুষের মধ্যে তাওবা, ইবাদত, এবং সৎকর্মের গুরুত্ব বোঝায়।

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের হাদিস ও কুরআনের প্রমাণ

1. **ইলমের গুরুত্ব**

   রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

   حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

   "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

2. **ইলমের ফলাফল**

   حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ "

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

3. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

আর হে নবী (সাঃ)], যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারা, ২:২৫)

4. পাপ থেকে বিরত রাখা

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

" আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।"
(সূরা আনকাবুত, ২৯:৪৫)

ইলম ফরজ কেন?

ইলম অর্জন মানুষের ইবাদত এবং জীবনযাপনের মূল ভিত্তি। এটি ছাড়া একজন মুসলিম সঠিকভাবে ইবাদত করতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি এমন বিষয় জানে না যা তার জন্য ফরজ, সে এক ধরনের পাপ করে।" (বুখারি, হাদিস: ৭১)

কোন ইলম শিক্ষা করা ফরজ:

ইসলামে ইলম বা জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত:

1. **ইলমে ফরজুল আইন (প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরজ)**
2. **ইলমে ফরজুল কিফায়া (সমষ্টিগতভাবে ফরজ)**

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ ইলম হলো সেই জ্ঞান যা তার ঈমান, ইবাদত, এবং দৈনন্দিন জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করা আবশ্যক।

ইলমে ফরজুল আইন (ব্যক্তিগতভাবে ফরজ ইলম):

ইলমে ফরজুল আইন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ, যা তার ঈমান এবং ইবাদত সঠিকভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে:

১. তাওহিদের জ্ঞান:

- আল্লাহর একত্ব এবং তার গুণাবলির সঠিক জ্ঞান।
- শিরক ও কুফরের ধারণা থেকে মুক্ত থাকা।

"তোমার রব কে? তোমার ধর্ম কী? এবং তোমার নবী কে?" (মুসলিম, হাদিস: ১১৪)

২. ফরজ ইবাদতের জ্ঞান:

- নামাজ, রোজা, জাকাত, এবং হজের সঠিক পদ্ধতি জানা।
- ইবাদতের শর্তাবলী, ফরজ, সুন্নত, এবং নফল সম্পর্কে ধারণা।
    - **وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ**
    - আর নামায কায়িম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (সূরা বাকারা, ২:৪৩)

৩. হালাল-হারামের জ্ঞান:

- খাবার, পোশাক, এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের সীমা জানা।
- ইসলামের নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন।
    - وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ

"তোমরা হালালকে হালাল মনে করো এবং হারামকে হারাম মনে করো।" (সূরা নাহল, ১৬:১১৬)

৪. আখিরাত ও তাওবার জ্ঞান:

- মৃত্যুর পর জীবনের প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা।
- তাওবার গুরুত্ব এবং পাপ থেকে মুক্তির পদ্ধতি জানা।

৫. নৈতিকতা ও আখলাকের জ্ঞান:

- উত্তম চরিত্র এবং নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা।
- রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা।

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র সুন্দর।" (তিরমিজি, হাদিস: ১১৬২)

ইলমে ফরজুল কিফায়া (সমষ্টিগতভাবে ফরজ ইলম):

এই ইলম অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরজ নয়; বরং কিছু ব্যক্তি এই জ্ঞান অর্জন করলে গোটা উম্মাহ এর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে:

১. ইসলামী আইন (ফিকহ):

- ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান এবং ফতওয়া প্রদান করার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়া।

২. তাফসির ও হাদিস:

- কুরআনের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের জ্ঞান অর্জন।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি:

- চিকিৎসা, প্রকৌশল, এবং অন্যান্য আধুনিক বিদ্যা, যা উম্মাহর উন্নতির জন্য প্রয়োজন।

৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান:

- ইসলামী অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা।

মুমিন হতে হলে ইলম প্রয়োজন

ইসলামে মুমিন বা প্রকৃত বিশ্বাসী হতে হলে ইলম (জ্ঞান) অপরিহার্য। ইলম ছাড়া ঈমান শক্তিশালী ও কার্যকর হয় না, এবং ইবাদত শুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জানা, জীবনের উদ্দেশ্য বোঝা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য ইলম একটি আবশ্যকীয় উপাদান।

মুমিন হতে হলে ইলম অপরিহার্য। এটি শুধু ঈমানকে দৃঢ় করে না, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়। ইলমের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহকে চেনে, তার আদেশ পালন করে এবং আখিরাতের সফলতার জন্য প্রস্তুত হয়। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইলম অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গড়ে তোলা এবং অন্যদেরও ইলমে উদ্বুদ্ধ করা।আদ

ইলম ছাড়া কেন মুমিন হওয়া সম্ভব নয়?

১. আল্লাহকে চেনার জন্য ইলম:

মুমিন হওয়ার প্রথম শর্ত হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন। কিন্তু ইলম ছাড়া একজন মানুষ আল্লাহর একত্ব, গুণাবলি, এবং তার প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে জানতে পারে না।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ

"তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে নিদর্শন স্থাপন করেছেন জ্ঞানীদের জন্য।" (সূরা আল-ইমরান, ৩:১৯০)

২. সঠিক ইবাদতের জন্য ইলম:

মুমিন হওয়ার জন্য ইবাদত অপরিহার্য। তবে ইলম ছাড়া সঠিক ইবাদত করা সম্ভব নয়।

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ

"তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং আমার ইবাদত করো।" (সূরা ত্বহা, ২০:১৪)

৩. পাপ থেকে বাঁচার জন্য ইলম:

ইলম মানুষকে হালাল-হারামের জ্ঞান দেয় এবং তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে। এটি ছাড়া মুমিন হওয়া অসম্ভব।

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"জেনে রেখো, আল্লাহর আইন লঙ্ঘন পাপ।"
(সূরা বাকারা, ২:২২৯)

৪. ইমান দৃঢ় করার জন্য ইলম:

ইলম ছাড়া ঈমান অন্ধবিশ্বাসে রূপান্তরিত হতে পারে। ইলম মানুষকে ঈমানের যুক্তি এবং প্রমাণ সম্পর্কে সচেতন করে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

"তোমরা তাদের অনুসরণ করো যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত।"
(সূরা আল-ইমরান, ৩:৭৯)

ইলম মুমিনের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

১. আত্মিক উন্নতি:

ইলম মানুষের আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে।

"আল্লাহর প্রকৃত ভয় তার জ্ঞানীরাই করে।"
(সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

২. সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করা:

ইলমের মাধ্যমে একজন মুমিন বুঝতে পারে কোন কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং কোন কাজ নয়।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"তোমরা ঈমান আনো এবং সৎকর্ম করো।"
(সূরা আসর, ১০৩:৩)

৩. জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি:

ইলম মানুষকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর পথে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি মানুষ এবং জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"
(সূরা আদ-ধারিয়াত, ৫১:৫৬)

৪. আখিরাতের প্রস্তুতি:

ইলম মানুষকে আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সচেতন করে এবং জান্নাতের পথ সুগম করে।

"যে ইলমের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

হাদিসের আলোকে মুমিন ও ইলমের সম্পর্ক

1. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

   "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।"
   (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

2. তিনি আরও বলেছেন:

   "যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া ইবাদত করে, তার ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়।"
   (বুখারি, হাদিস: ৭১)

3. হাদিসে এসেছে:

   "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হয়, সে আল্লাহর পথে আছে।"
   (তিরমিজি, হাদিস: ২৬৪৭0)

ইলমে দ্বীনের ফজিলত ও সম্মান

দ্বিনি জ্ঞান মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর এক অপার অনুগ্রহ. মানবজাতির সম্মানের ভিত্তি হল এই ইলমে দিন. মহান আল্লাহ এই ইলমে দিনের এমন কিছু আশ্চর্যগুণ ও অলৌকিকত্ব দান করেছেন যা এই ইলমে দিনকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি এলমে ধারক বাহকদের করেছেন গৌরবান্বিত ও িত মহিমান্বিত।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের পাতায় পাতায় এই গুণগুলো প্রতিভাত হয়েছে। তো পাঠকের সম্মুখে সেই বিশাল সমুদ্র থেকে কিঞ্চিত তুলে ধরছি।

ইলম বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রথম উপহার

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাদেরকে বিভিন্ন রকমের নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের প্রতি তার করুণা ও দান এত বিস্তৃত ও সীমাহীন যে কারো পক্ষে সেসব নেয়ামতের হিসাব করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কোন নেয়ামত এত মূল্যবান যে যা হাজারো নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও এইসব নেয়ামতের কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছ... বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অমূল্য নেয়ামত রাজিব অন্যতম হচ্ছে এলেম।

ইলম শুধু মহা নেয়ামতই নয়; বরং বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রথম উপহার যা তিনি বান্দা তথা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাকে দান করেছিলেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করার আগে ফেরেশতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তারা নেতিবাচক পরামর্শ দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

“আর স্মরণ কর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন,’ নিশ্চয়ই আমি জমিনে একজন খলিফা সৃষ্টি করছি’, তারা বল্ আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাজবিদ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জানো না। “(সূরা আল বাকারা,

আয়াত ৩০) ।
এরপর তিনি আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেন। তাকে সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম ইলম শিক্ষা দেন এবং ইলকেই ফেরেশতাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত করেন। যেমন পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

“আর তিনি আদমকে সব নামসমূহ শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।“ (সূরা আল বাকারা আয়াত 31।)

মোটকথা আল্লাহ তখন মানুষ সৃষ্টিতে দ্বিমতকারী ফেরেশতাদের সামনে কিছু বিষয় পেশ করেন যার জবাব দিতে তারা ব্যর্থ হন এবং তখন আদম আলাইহি সালামকে সেগুলোর জবাব দিতে বললে। যেসব বিষয়ে ফেরেশতারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন সেগুলো আদম আইনি সালাম প্রকাশ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আল্লাহ তাআলা এভাবে ফেরেশতাদের সামনে এলমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এবং ইলম গ্রহণকারী মানুষকে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন । সুতরাং বোঝা গেল, নিষ্পাপ ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল এই আল্লাহ তাআলা যা মানুষকে প্রথম উপহার হিসেবে দান করেছেন।
এলেম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে থেকে শুধু উপহারই নয়; বরং অসামান্য অনুগ্রহ বটে।। তিনি কুরআনের বহু স্থানে বান্দার প্রতি তার বিশেষ দান অনুগ্রহের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আর যে দান ও অনুগ্রহ সবিশেষ মূল্যবান সেটি হচ্ছে ইলম। এরশাদ হয়েছে,

خَلَقَ الْإِنسَانَ
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

“ তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বয়ান শিক্ষা দিয়েছে। (সূরা আর রহমান, আয়াত তিন থেকে চার।)”

এলেম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে

হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়া ইন্না রাহিমাহুল্লা হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, কে ইলমের ফজিলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর এই বানী প্রতি লক্ষ্য করনি? এতে তিনি এলেম হাসিলের পর আমলের কথা বলেছেন এবং সাথে সাথে এর প্রয়োজনীয়তা ও সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

“অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ও মুমিন নারী পুরুষদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।(সূরা মুহাম্মদ আয়াত ১৯)”

এই আয়াতে আগে এলেম তথা জানার কথা বলা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে আমলের তথা ক্ষমা চাওয়ার কথা।

অতএব কথা ও কর্মের আগে এলেম অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ এলেম ছাড়া কোন আমল কবুল হওয়া তো দূরের কথা তা শুদ্ধ ও যথাযথ পরিগ্রহ এই লাভ করেনা। সুতরাং আমাদের শিখতে হবে, শিখতে হবে প্রথমে তাওহীদ তথা আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদ এলেন। যাতে করে আল্লাহর পরিচয় লাভ হয়, আকিদা বা বিশ্বাস পরিশুদ্ধ হয়। নিজেকে চেনা যায় এবং কিভাবে নিজেকে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাও জানা যায়। এর থেকে প্রতিমান হলো যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং সেখানে তাওহীদের চিরসবুজ সুন্দর বীজ রোপন করতে এলেমের কোন বিকল্প নেই।

এলেম দৃষ্টির আলো

এলেম হলো এমন আলোকবর্তিকা যার বিকিরণে সত্য উদ্ভাসিত হয় মিথ্যার বিলোপ ঘটে। এলেম হল সেই বৃষ্টির আলো যা দিয়ে মানুষ বস্তুর হাতিকর ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে। তবে কিন্তু চোখের দৃষ্টি নয় অন্তরের দৃষ্টি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হত এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারতো। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না বরং অন্ধ হয় বক্ষ স্থিত হৃদয় ।(সূরা হজ্জ আয়াত ৪৬)"

উল্লেখিত আয়াতে জমিনে ভ্রমণ করার কথা বলে মূলত ইলম অর্জনের কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এলেমের পরশে একজন মাটির মানুষ এমন আলোকময় হয়ে উঠে যে সকল পথ তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং সে নির্বিঘ্নে তাতে চলতে পারে।

মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে

কোন বস্তুর সঠিক উপলব্ধির পরেই কেবল তার মর্যাদা ও আজমত হৃদয়ে আসন গাড়ে। আর এই উপলব্ধির ভিত্তি হল, তার সম্পর্কে জানা। সুতরাং আলেমরা যেহেতু আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে অধিক জানেন সেহেতু তাদের অন্তরেই আল্লাহর মহব্বত অধিকতর গভীরভাবে প্রতিস্থাপিত হবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (সুরা ফাতির আয়াত ২৮)" ।

এলমুল ওয়াহি মানুষকে বিনয়া অবনত করে তোলে।

মহান আল্লাহ বলেন,

১০৭.
قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا

বল, তোমরা কুরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে তা তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা অধোমুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।

১০৮.
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

আর তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

১০৯.
وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

তারা ক্রন্দন করতে করতে অধোমুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।

(সূরা বনী ইসরাইল আয়াত ১০৭-১০৯)

এলেম অমূল্য সম্পদ

এলেমের সমকক্ষ কেবল এলেমই। এটা সেই অদ্বিতীয় অমূল্য সম্পদ যার প্রবৃদ্ধির জন্য কেবল প্রার্থনা করার অনুমতি দেয়া হয়নি বরং রীতিমতো উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ এলেম বৃদ্ধির জন্য দুয়া করার তাকিদ দিতে গিয়ে বলেন,
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“তুমি বলো হে আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন” । (সূরা তোহা আয়াত ১১৪।)

ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, “যদি এলেম থেকে উত্তম কিছু থাকতো তবে আল্লাহ তার নবীকে তাই বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে বলতেন। কিন্তু এই আয়াতে এলেম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন”।

এলেম ঈর্ষণীয় বস্তু

আল্লাহ তাআলা কেবল দুটি বিষয়ে পরস্পর ইশা পোষণ বৈধ রেখেছেনঃ সম্পদ ব্যয় এবং এলেম। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাঃ বলিয়াছেন,

" কেবল দুই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করার অনুমতি রয়েছে, ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন। আর ওই ব্যক্তি যাকে হিকমা বা এলেম দান করেছেন ফলে তা দিয়ে সে বিচার করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেন''।(সহি বুখারী হাদিস ৭৩)।

এলেম মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ

ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হলো আল্লাহ তা'আলা ইলমকে তাঁর নবী ও রাসূল বর্গের জন্য আপনদান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ থেকেই এ দানের মাহাত্ম্য সহজেই অনুমেয়। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপন অনুগ্রহ ও দানের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

"আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার উপর আল্লাহর মহান অনুগ্রহ রয়েছে"। (সূরা আর নিসা আয়াত 113)

হযরত ইউসুফ আই লাভিস সালামের উপর প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

২২.
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

“আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি এহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি”। (সূরা ইউসুফ আয়াত ২২)।

হযরত মূসা আলাইহি সালামের প্রতি অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“আর মুসা যখন যৌবনে পদার্পণ করলো এবং পরিণত বয়স্ক হল,
তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি”। (সূরা কাসাস আয়াত ১৪)।

ইসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম এর প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“হে মরিয়মের পুত্র ঈসা, তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর আমার নিয়ামত স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দিয়ে। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে। আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিকমাত,তাওরাত ও ইঞ্জিল”। (সুরা মায়িদা আয়াত ১১০)

ইলমের মর্যাদা ইবাদতের চেয়ে বেশি

এই বিষয়টি ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইলম ও ইবাদত উভয়ই আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, তবে ইলমের বিশেষ ফজিলত ও গুরুত্ব কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইলম মানুষের জন্য সঠিকভাবে ইবাদত করার পথ তৈরি করে, তাই ইলমকে ইবাদতের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ ইলম ছাড়া ইবাদত সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়, এবং ইলম মানুষকে হালাল ও হারামের জ্ঞান প্রদান করে, যা তার ইবাদতকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

ইলমের মর্যাদা ইবাদতের চেয়ে কেন বেশি?

১. সঠিক ইবাদতের জন্য ইলমের প্রয়োজন:

ইলম ছাড়া ইবাদত হয় অন্ধভাবে, যা মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করতে পারে না। ইলমই মানুষকে জানায় কীভাবে সঠিক নিয়মে ইবাদত করতে হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"একজন জ্ঞানী ইবাদতকারীর ওপর এমনই শ্রেষ্ঠ যেরূপ পূর্ণিমার চাঁদ অন্যান্য তারার ওপর শ্রেষ্ঠ।"
(তিরমিজি, হাদিস: ২৬৮২)

২. ইলম ছাড়া ইবাদত বিফল হতে পারে:

যদি কেউ ইলম ছাড়া ইবাদত করে, তার ইবাদত শুদ্ধ হতে নাও পারে। ইলম মানুষকে শুদ্ধভাবে ইবাদত করার পদ্ধতি শেখায় এবং আল্লাহর আদেশ পালনের পথে সঠিকভাবে চলতে সাহায্য করে।

"জ্ঞান ব্যতীত ইবাদত হলো পথভ্রষ্টতা।"
(ইমাম আহমদ)

৩. ইলমের মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম হয়:

ইলমের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতের পথে অগ্রসর হয়, কারণ ইলম মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

৪. ইলম ইবাদতের চেয়েও বড় ইবাদত:

ইলম অর্জন নিজেই একটি ইবাদত, এবং এটি একমাত্র ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য ইবাদতগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারে। ইলম ছাড়া সঠিক ইবাদত ও হালাল-হারাম নির্ধারণ অসম্ভব।

"ইলম অর্জন করা সাধারণ ইবাদতের চেয়ে উত্তম, কেননা ইলম ছাড়া ইবাদত সঠিকভাবে পালন করা যায় না।"
(ইমাম শাফি)

ইলমের মর্যাদা কুরআনের আলোকে

১. **ইলমপ্রাপ্তদের মর্যাদা:**
আল্লাহ তাআলা ইলমপ্রাপ্তদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।

"আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইলমপ্রাপ্ত।"
(সূরা মুজাদিলা, ৫৮:১১)

২. **ইলমপ্রাপ্তদের আল্লাহর ভয় বেশি:**
ইলম মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয় এবং আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

"আল্লাহর প্রকৃত ভয় তারাই করে, যারা জ্ঞানী।"
(সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

ইলমের মর্যাদা হাদিসের আলোকে

১. জ্ঞানী এবং ইবাদতকারীর তুলনা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"একজন জ্ঞানীর মর্যাদা ইবাদতকারীর চেয়ে ৭০ গুণ বেশি।" (আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৪১)

২. ফেরেশতারা জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য দোয়া করে: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি ইলমের জন্য বের হয়, ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়, সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।"

(তিরমিজি, হাদিস: ২৬৪৭)

ইলমের মর্যাদা ইবাদতের চেয়ে বেশি, কারণ ইলম ছাড়া সঠিক ইবাদত সম্ভব নয়। ইলম মানুষকে সঠিক পথ দেখায়, হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন করে এবং জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। ইলম নিজেই একটি মহৎ ইবাদত, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রধান উপায়। তাই ইসলামে ইলম অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং একজন মুসলিমের জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে।

ইলম হলো উত্তম জিহাদ

ইসলামে "জিহাদ" শব্দটির অর্থ হলো সংগ্রাম বা প্রচেষ্টা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়। জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হলো ইলম অর্জন ও প্রচার। ইলমকে উত্তম জিহাদ বলা হয়, কারণ এটি মানুষের জীবনে সঠিক পথ প্রদর্শন করে, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটায়। কুরআন ও হাদিসে ইলমের এই জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইলম কেন উত্তম জিহাদ?

১. ইলমের মাধ্যমে শয়তানের সাথে সংগ্রাম করা যায়

ইলম মানুষকে হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন করে এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচায়। এটি একটি অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম, যা আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"তোমার রবের পথে ডেকে নাও প্রজ্ঞা এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।"
(সূরা নাহল, ১৬:১২৫)

২. ইলম অজ্ঞতা দূর করার অস্ত্র

অজ্ঞতা হলো জাহিলিয়াতের মূল কারণ। ইলম এই অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখায়। এটি এমন একটি জিহাদ, যা সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয় এবং মানুষকে অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দেয়।

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

৩. ইলম নবীদের পথ

ইলম প্রচার ও শিক্ষা দেয়া নবীদের কাজ ছিল। তাই যারা ইলম অর্জন ও প্রচারের কাজ করেন, তারা নবীদের পথ অনুসরণ করেন। এটি সবচেয়ে মহৎ জিহাদের একটি রূপ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরসূরি। নবীরা দিরহাম বা দিনার রেখে যাননি, বরং তারা ইলম রেখে গেছেন।"
(তিরমিজি, হাদিস: ২৬৮২)

৪. ইলমের মাধ্যমে হৃদয় ও সমাজের সংস্কার সম্ভব

ইলম মানুষকে ঈমানের মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করায় এবং নৈতিকভাবে উন্নত করে। এটি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়নে কার্যকর। এমন জিহাদ সমাজে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।

কুরআনের আলোকে ইলমের গুরুত্ব

১. ইলম আল্লাহর পথে দাওয়াহের মাধ্যম:

"তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪)

২. ইলম আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি করে:

"আল্লাহর প্রকৃত ভয় তারাই করে, যারা জ্ঞানী।"
(সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

হাদিসের আলোকে ইলমের মর্যাদা

১. ইলমের সন্ধান জিহাদের মতো:
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে বের হয়, সে আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির মতো।"
(তিরমিজি, হাদিস: ২৬৪৭)

২. ফেরেশতারা ইলম অর্জনকারীর জন্য দোয়া করে:

"যে ইলমের জন্য বের হয়, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে এবং তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়।"
(আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৪১)

৩. ইলমের প্রচার একটি উত্তম কাজ:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।" (বুখারি, হাদিস: ৫০২৭)

ইলমের মাধ্যমে জিহাদের ফলাফল

1. **আত্মশুদ্ধি:**
   ইলম মানুষের আত্মা ও মনের পবিত্রতা অর্জনে সহায়ক।
2. **সামাজিক পরিবর্তন:**
   ইলম সমাজ থেকে অজ্ঞতা, অন্যায় এবং অবিচার দূর করে।
3. **আখিরাতের সফলতা:**
   ইলম জান্নাতের পথে পরিচালিত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়।

ইলম হলো এমন একটি জিহাদ, যা মানুষের অন্তরে আলো জ্বালায়, জীবনের পথকে সঠিক করে এবং সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে। এটি সবচেয়ে উত্তম জিহাদ, কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদী ও সার্বজনীন ফল প্রদান করে। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইলম অর্জনে মনোযোগী হওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম প্রচারে ব্রতী হওয়া।

ইলমের কারনে আমল কারীর প্রতিদান বাড়ে

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) এবং আমল (কর্ম) একে অপরের পরিপূরক। ইলমের মাধ্যমে আমলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং তা আল্লাহর নিকট আরও অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। যে ব্যক্তি ইলমের সাথে আমল করে, তার প্রতিদান সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি হয়, যে শুধুমাত্র আমল করে কিন্তু ইলম ছাড়া। এটি কুরআন ও হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

ইলমের কারণে আমলের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়–কুরআনের আলোকে

১. ইলম আমলকে সঠিক পথে পরিচালিত করে

ইলম ছাড়া আমল করার ফলে অনেক সময় ভুল হয়। ইলমই আমলকে সঠিকভাবে শুদ্ধ করে।

"যারা ঈমান এনেছে এবং জ্ঞান অর্জন করেছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"
(সূরা মুজাদিলা, ৫৮:১১)

২. ইলম আল্লাহর ভয়কে গভীর করে

ইলম মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে, যা আমলকে শুদ্ধ এবং অর্থবহ করে তোলে।

"আল্লাহর প্রকৃত ভয় তারাই করে, যারা জ্ঞানী।"
(সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

৩. ইলমপ্রাপ্তদের জন্য আলাদা প্রতিদান:

আল্লাহ তাআলা ইলমপ্রাপ্ত এবং ইলমের ভিত্তিতে আমলকারীদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন।

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"
(সূরা আয-জুমার, ৩৯:৯)

ইলমের কারণে আমলকারীর প্রতিদান বৃদ্ধি পায়–হাদিসের আলোকে

১. জ্ঞানীর মর্যাদা আমলকারীর তুলনায় বেশি

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"একজন জ্ঞানীর মর্যাদা ইবাদতকারীর উপর এমনই যেমন পূর্ণিমার চাঁদ অন্যান্য তারার উপর।"
(তিরমিজি, হাদিস: ২৬৮২)

২. ইলম আমলকে ফলপ্রসূ করে

ইলমের মাধ্যমে মানুষ সঠিক নিয়মে আমল করে, যা আল্লাহর নিকট আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি ইলম শিখে এবং তা অনুযায়ী আমল করে, তাকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়।"
(তিরমিজি, হাদিস: ২৬৪৬)

৩. ইলম ও আমল—উভয়ের জন্য বিশেষ পুরস্কার

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির মর্যাদা বেশি হবে, যে ইলমের ভিত্তিতে আমল করেছে।"
(মুসনাদ আহমদ)

ইলম ও আমল পরস্পরের সম্পূরক

1. **ইলম আমলের দিকনির্দেশনা দেয়:**
   ইলম ছাড়া মানুষ সঠিকভাবে আমল করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, নামাজের সঠিক নিয়ম, হালাল-হারামের জ্ঞান, এবং দৈনন্দিন জীবনের নির্দেশাবলী ইলমের মাধ্যমে জানা যায়।
2. **ইলম আমলকে অর্থবহ করে তোলে:**
   ইলম মানুষকে শুদ্ধ নিয়ত করতে শেখায়, যা আমলকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য করে।
3. **ইলমের ভিত্তিতে আমলকারী দুনিয়াতেও সম্মানিত হয়:**
   ইলমের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কেবল নিজের ইবাদতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সে অন্যদেরও দাওয়াহ দেয়। এ কারণে তার প্রতিদান আরও বেশি হয়।

ইলম ছাড়া আমল পূর্ণতা লাভ করে না। ইলমের মাধ্যমে আমল সঠিকভাবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হয় এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে আমল করে, তার প্রতিদান অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইলম অর্জন করা এবং সেই ইলম অনুযায়ী আমল করা। এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ে সাফল্যের পথ।

ইলমের মজলিসই প্রকৃত সম্পদের মজলিস

ইসলামে ইলমকে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইলমের মজলিস বা জ্ঞানচর্চার আসরকে প্রকৃত সম্পদের মজলিস বলা হয়, কারণ এই মজলিসে অর্জিত জ্ঞান দুনিয়ার সাময়িক সম্পদের চেয়ে অধিক মূল্যবান এবং স্থায়ী। ইলম মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, তার জীবনকে আলোকিত করে এবং আখিরাতের সফলতা এনে দেয়। কুরআন ও হাদিসে ইলমের মজলিসের গুরুত্ব ও ফজিলত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইলমের মজলিস কেন প্রকৃত সম্পদের মজলিস?

১. ইলম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম

ইলম আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং তাঁর নির্দেশাবলীর অনুসরণের পথ দেখায়। ইলমের মজলিস এমন এক স্থান, যেখানে আল্লাহর স্মরণ, কুরআনের শিক্ষা এবং হাদিসের আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব।

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং ফেরেশতারা এবং জ্ঞানীরা (এ কথার) সাক্ষ্য দেন।"
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮)

২. ইলম স্থায়ী সম্পদ

দুনিয়ার সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইলম এমন সম্পদ যা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ে কাজে আসে। ইলমের মজলিস মানুষকে এই মূল্যবান সম্পদ অর্জনের সুযোগ দেয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথ বের করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

৩. ইলমের মাধ্যমে হালাল-হারাম জ্ঞান হয়

ইলমের মজলিসে মানুষ হালাল ও হারামের জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞান ছাড়া দুনিয়ার কোনো সম্পদ মানুষের জন্য প্রকৃত উপকার বয়ে আনতে পারে না।

"তোমাদের মধ্যে কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী, সৎ কাজের আদেশদাতা এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী একটি দল থাকা উচিত।"
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪)

৪. ইলমের মজলিসে ফেরেশতারা উপস্থিত হন

ইলমের মজলিস এমন একটি জায়গা, যেখানে ফেরেশতারা উপস্থিত হন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির বার্তা বহন করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যখন কোনো সম্প্রদায় ইলম অর্জনের জন্য একত্র হয়, আল্লাহর রহমত তাদের উপর নেমে আসে, শান্তি তাদের আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

৫. ইলমের মজলিস দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উপকারী

ইলম মানুষকে নৈতিকতা, আল্লাহভীতি এবং দায়িত্বশীলতা শেখায়। এটি দুনিয়ার সুশাসন এবং আখিরাতের সফলতার জন্য অপরিহার্য।

কুরআনের আলোকে ইলমের মজলিসের গুরুত্ব

১. **ইলমই প্রকৃত মর্যাদার উৎস:**

"আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞান অর্জন করেছে।"
(সূরা মুজাদিলা, ৫৮:১১)

২. **ইলম মানুষের অন্তর আলোকিত করে:**

"যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে প্রকৃতপক্ষে অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে।"
(সূরা বাকারা, ২:২৬৯)

হাদিসের আলোকে ইলমের মজলিসের ফজিলত

১. ইলম অর্জন উত্তম ইবাদত:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"এক ঘণ্টার ইলমচর্চা এক রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।"
(ইমাম আল-গাজ্জালীর 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন')

২. ফেরেশতারা ইলমচর্চাকারীর জন্য দোয়া করেন:

"ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর জন্য ডানা বিছিয়ে দেয় এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।"
(তিরমিজি, হাদিস: ২৬৪৭)

৩. ইলমের মজলিস জান্নাতের বাগান:
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যখন তোমরা জান্নাতের বাগান অতিক্রম কর, তখন সেখানে বিশ্রাম নাও।" সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন: জান্নাতের বাগান কী? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: ইলমের মজলিস।"
(তিরমিজি)

ইলমের মজলিস প্রকৃত সম্পদের মজলিস, কারণ এটি মানুষকে এমন এক জ্ঞান দেয়, যা দুনিয়ার সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। এই মজলিসের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা পায়, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইলমের এই সম্পদ একমাত্র সেই মজলিসে অর্জন করা সম্ভব, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য কল্যাণকর।

ইলম মানসিক প্রশান্তির কারন

ইলম বা জ্ঞান মানুষের জীবনে মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা আনে। এটি মানুষের চিন্তা ও আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ইসলামে ইলমকে হৃদয়ের আলো এবং আত্মার প্রশান্তির মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইলম কেবল দুনিয়ার সমস্যাগুলোর সমাধানই দেয় না, বরং আখিরাতের সফলতার দিশাও দেখায়।

ইলম মানসিক প্রশান্তি কেন এনে দেয়?

১. ইলম মানুষকে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা শেখায়

ইলম মানুষকে আল্লাহর গুণাবলি, কুদরত এবং তাঁর পরিকল্পনার গভীরতা বুঝতে সাহায্য করে। এই জ্ঞান মানুষের মনকে শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

"স্মরণ রাখো, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দ, ১৩:২৮)

২. ইলম মানুষকে ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দেয়

অজ্ঞতা মানসিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার প্রধান কারণ। ইলম এই অন্ধকার দূর করে এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।

"যে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে প্রকৃতপক্ষে অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা, ২:২৬৯)

৩. ইলম মানুষকে সমস্যার সমাধান জানায়

জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান না জানা মানসিক চাপের একটি বড় কারণ। ইলম মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং সমস্যার কার্যকর সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

৪. ইলম মানুষকে আখিরাতের চিন্তা সহজ করে

ইলম মানুষকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর রহমতের বিষয়ে অবগত করে, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়।

"যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

কুরআনের আলোকে ইলম ও মানসিক প্রশান্তি

১. ইলম আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়

ইলম মানুষের জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে বোঝার পথ উন্মুক্ত করে। এই বোঝাপড়া মানুষকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ করে এবং প্রশান্তি এনে দেয়।

"যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে।"
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯১)

২. ইলম আল্লাহর প্রতি ঈমানকে দৃঢ় করে

ইলম আল্লাহর রহমত এবং কুদরতের ওপর মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করে, যা তাকে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়।

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"
(সূরা আয-জুমার, ৩৯:৯)

হাদিসের আলোকে ইলম ও প্রশান্তি

১. ইলম আল্লাহর রহমত আনে

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যখন কোনো সম্প্রদায় ইলম অর্জনের জন্য একত্র হয়, তখন তাদের উপর আল্লাহর রহমত নেমে আসে, শান্তি তাদের আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

২. ইলম অন্তরের অন্ধকার দূর করে

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি ইলম শিখে, আল্লাহ তার হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (তিরমিজি, হাদিস: ২৬৮২)

৩. ইলম অর্জন জান্নাতের পথ সহজ করে

ইলম মানুষকে আখিরাতের সফলতার দিশা দেয় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ সহজ করে।

"যে ইলমের জন্য বের হয়, সে আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির মতো।" (তিরমিজি, হাদিস: ২৬৪৭)

ইলম ও মানসিক প্রশান্তি–বাস্তবিক দিক

1. **ইলম মানুষকে দুশ্চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্তি দেয়:**
   জীবনের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার সমাধান জানা থাকলে মানুষ মানসিক চাপ অনুভব করে না।
2. **ইলম শুদ্ধ বিশ্বাস গড়ে তোলে:**
   সঠিক ইলম মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্তি দিয়ে শুদ্ধ আকিদা শেখায়।
3. **ইলম দায়িত্বশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়:**
   ইলম মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিজেকে উন্নত করতে সাহায্য করে, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়।

ইলম মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া একটি অমূল্য উপহার, যা অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে এবং তাকে মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা দেয়। ইলম অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য, আল্লাহর কুদরত এবং আখিরাতের সফলতা সম্পর্কে অবগত হয়। এটি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোর দিশা দেখায়।

ইলমের প্রতিদান চিরন্তন

ইসলামে ইলম বা জ্ঞানকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং স্থায়ী সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইলম এমন একটি আমল, যার সুফল কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আখিরাতেও অবিরত প্রতিদান আনে। ইলমকে কুরআন ও হাদিসে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা বুঝিয়ে দেয় যে এটি মানবজীবনের জন্য একটি স্থায়ী দিকনির্দেশক এবং অনন্ত প্রতিদানের কারণ।

ইলমের প্রতিদান চিরন্তন কেন?

১. ইলম ছড়িয়ে দিলে সাদাকায়ে জারিয়া হয়

ইলম এমন একটি সম্পদ, যা মানুষ অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের উপকার করে। যারা এই ইলম থেকে উপকৃত হয়, তাদের প্রতিটি ভালো কাজের জন্য ইলমপ্রদানকারীও প্রতিদান পায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যখন মানুষ মারা যায়, তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস চলতে থাকে: (১) সাদাকায়ে জারিয়া, (২) উপকারী জ্ঞান এবং (৩) নেক সন্তানের দোয়া।"
(মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

২. ইলম আল্লাহর পথে পরিচালিত করে

ইলম মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সচেতন করে, যার ফলে সে সঠিক পথ অনুসরণ করে। এই সঠিক পথের প্রতিদান আখিরাতে চিরস্থায়ী জান্নাত।

"যে ব্যক্তি ইলমের জন্য বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

৩. ইলমের আলো কখনো নিভে না

ইলম মানুষকে এমন একটি আলো প্রদান করে, যা দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত তার পথ দেখিয়ে যায়। এই আলো কখনো নষ্ট হয় না বা ম্লান হয় না।

"যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাকে প্রকৃতপক্ষে অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে।"
(সূরা বাকারা, ২:২৬৯)

৪. ইলমের দ্বারা হেদায়েত প্রচার

ইলম অন্যদের হেদায়েতের পথে আনতে সাহায্য করে। যার মাধ্যমে যে কেউ সঠিক পথে আসে, তার প্রতিদান ইলম ছড়িয়ে দেওয়া ব্যক্তিও পায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি সৎ কাজের দিকে আহ্বান করে, সে তার জন্য এমনই প্রতিদান পাবে, যেমন তা অনুসরণকারী পায়।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৪)

কুরআনের আলোকে ইলমের চিরস্থায়ী প্রতিদান

১. ইলম মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে:

"আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞান অর্জন করেছে।"
(সূরা মুজাদিলা, ৫৮:১১)

২. ইলম জান্নাতের পথে দিশা দেয়:

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"
(সূরা আয-জুমার, ৩৯:৯)

৩. ইলম আল্লাহর কুদরতের চিহ্ন বুঝতে সহায়তা করে:

"যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সে আল্লাহর কুদরতের কথা গভীরভাবে বোঝে।"
(সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

হাদিসের আলোকে ইলমের ফজিলত ও স্থায়িত্ব

১. ইলম অর্জনের ফজিলত

"দুনিয়া এবং যা কিছু এতে আছে, তার চেয়ে ইলমের একটি অংশ অধিক মূল্যবান।"
(তিরমিজি)

২. ইলম প্রচারের চিরন্তন প্রতিদান

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ দেখায়, সে তার জন্য সেই কল্যাণ অনুসরণকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে।"
(মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৪)

৩. ইলমের মাধ্যমে মানুষ মৃত্যুর পরও স্মরণীয় থাকে

"জ্ঞানীর কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান।"
(তিরমিজি)

ইলমের চিরস্থায়ী প্রভাব–বাস্তব উদাহরণ

1. **ইলম সৃষ্টিতে অবদান রাখে:**
   ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম বোখারি (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিত্বেরা তাদের ইলম দিয়ে যুগ যুগ ধরে উম্মাহকে আলোকিত করে গেছেন।
2. **ইলম সঠিক দিশা দেয়:**
   যে ব্যক্তি ইলম দিয়ে অন্যদের সৎ পথে পরিচালিত করে, তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে।
3. **ইলম আখিরাতে পরিত্রাণের মাধ্যম:**
   যে জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে ডাকেন, তার প্রতিদান আল্লাহ চিরস্থায়ী জান্নাত হিসেবে দান করেন।

ইলম এমন এক সম্পদ, যা কখনো ফুরায় না এবং যার সুফল দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ে পাওয়া যায়। ইলমের মাধ্যমে মানুষ চিরস্থায়ী কল্যাণ অর্জন করে এবং মৃত্যুর পরও এটি সাদাকায়ে জারিয়ার মতো কার্যকর থাকে। সুতরাং, মুসলিম

হিসেবে ইলম অর্জন করা এবং তা প্রচার করা আমাদের সবার জন্য একটি বড় দায়িত্ব এবং সৌভাগ্যের বিষয়।

মালের সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী, পক্ষান্তরে ইলমের সৌভাগ্য চিরস্থায়ী

ইসলামে মাল-সম্পদ এবং ইলম উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ইলমের মর্যাদা এবং সুফল মাল-সম্পদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। মাল পৃথিবীর জীবনকে সহজ করতে পারে, কিন্তু ইলম মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে উন্নত করে এবং তাকে আখিরাতের সাফল্যের পথে পরিচালিত করে। মাল ক্ষণস্থায়ী এবং পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ, পক্ষান্তরে ইলম চিরস্থায়ী এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

মালের ক্ষণস্থায়ী সৌভাগ্য

১. মাল দুনিয়ার জীবনে সীমাবদ্ধ

মাল-সম্পদ কেবল দুনিয়ার জীবনে মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়। তবে এর স্থায়িত্ব নেই, কারণ মৃত্যুর পর কোনো সম্পদ মানুষের কাজে আসে না।

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি কেবল দুনিয়ার জীবনের শোভা; আর চিরস্থায়ী সৎকর্মগুলো তোমার রবের কাছে প্রতিদান এবং আশার দিক থেকে উত্তম।"
(সূরা আল-কাহফ, ১৮:৪৬)

২. মাল মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে

অতিরিক্ত মাল মানুষকে অহংকারী, লোভী এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে উদাসীন করে তুলতে পারে।

"জেনে রাখ, ধন-সম্পদ এবং সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা।" (সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১৫)

৩. মাল দ্রুত ফুরিয়ে যায়

যত বড় সম্পদশালীই হোক না কেন, মাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। এটি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের অংশ।

ইলমের চিরস্থায়ী সৌভাগ্য

১. ইলমের সুফল দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ে প্রযোজ্য

ইলম এমন একটি সম্পদ, যা দুনিয়ার জীবনকেও সুন্দর করে এবং আখিরাতেও মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

"আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞান অর্জন করেছে।"
(সূরা মুজাদিলা, ৫৮:১১)

২. ইলম চিরস্থায়ী সাদাকায়ে জারিয়া

ইলম যদি অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে তা মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে।

"যখন মানুষ মারা যায়, তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস চলতে থাকে: (১) সাদাকায়ে জারিয়া, (২) উপকারী জ্ঞান এবং (৩) নেক সন্তানের দোয়া।"
(মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

৩. ইলম মানুষের চিন্তাধারা ও চরিত্র উন্নত করে

ইলম মানুষকে নৈতিকতায় উন্নত করে এবং তাকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে। এটি সৎকর্মে প্রেরণা জোগায়, যা আখিরাতে জান্নাতের পথ সুগম করে।

৪. ইলম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম

ইলমের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জানতে পারে এবং সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে।

৫. ইলম মানুষের প্রকৃত সম্পদ

ইলম এমন একটি সম্পদ, যা কখনো নষ্ট হয় না। এটি মানুষের সাথে তার দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত থাকে।

কুরআন ও হাদিসে ইলমের চিরস্থায়ী মূল্য

১. ইলমের মর্যাদা

"যে জ্ঞানী, তার মর্যাদা জ্ঞানহীন ব্যক্তির ওপর অনেক বেশি।" (তিরমিজি)

২. ইলম জান্নাতের পথ সুগম করে

"যে ইলমের জন্য বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

৩. ইলমের স্থায়িত্ব

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলীন হয়েছে।"
(সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮১)

মাল ও ইলমের তুলনামূলক পার্থক্য

বিষয়	**মাল**	**ইলম**
স্থায়িত্ব	ক্ষণস্থায়ী ও ফুরিয়ে যায়।	চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।
ব্যবহার	নিজেই উপভোগ করতে হয়।	অন্যকে শিক্ষা দিলে এটি বৃদ্ধি পায়।
পরকাল	মৃত্যুর পর কোনো উপকারে আসে না।	মৃত্যুর পরও সওয়াব চলমান থাকে।
মানুষের চরিত্রে প্রভাব	অহংকার এবং লোভ বাড়াতে পারে।	বিনয়, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতি বৃদ্ধি করে।

মাল-সম্পদ দুনিয়ার জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে পারে, তবে এটি সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে, ইলম দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। এটি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মৃত্যুর পরও এর সুফল থেকে যায়। তাই মুসলিম হিসেবে ইলম অর্জনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ এটি একমাত্র সম্পদ যা কখনো ফুরায় না এবং চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে।

ইলমের ফজিলত সম্পর্কে সাহাবাদের অভিমত

সাহাবায়ে কিরামের (রাদিআল্লাহু আনহুম) জীবনে ইলমের গুরুত্ব এবং ফজিলত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তারা এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। ইসলামের শিক্ষা প্রচারে এবং কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান লাভে সাহাবারা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাদের বিভিন্ন উক্তি এবং কর্মকাণ্ডে ইলমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হয়।

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন একজন মহান হাদিস বর্ণনাকারী এবং তিনি প্রায় ৫,০০০ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইলমের উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং বলতেন:

"জ্ঞান অর্জন করা মানুষের জীবনের সেরা উপহার।"

তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইলম দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের কল্যাণ এনে দেয়। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ইলম অর্জন করে, সে জীবনে প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে সক্ষম।

২. হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইসলামের চতুর্থ খলিফা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুকাভি, ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি বলেছিলেন:

"জ্ঞান সম্পদ থেকে বেশি মূল্যবান, কারণ জ্ঞান আমাদেরকে জ্ঞানের অধিকারী বানায়, তবে সম্পদ আমাদেরকে সম্পদের অধিকারী বানায়।"

এছাড়া, হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) আরও বলেছেন:

"ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। মাল-সম্পদ খরচ হলে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ইলম কখনো ফুরায় না, বরং তা বৃদ্ধি পায়।"

তিনি ইলমের মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের উন্নতি, সমাজের অগ্রগতি এবং আখিরাতে সফলতার পথ সুগম হতে পারে বলে মনে করতেন।

৩. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং একজন বিশিষ্ট আলেম ও শাসক ছিলেন। তিনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেছিলেন:

"যদি কেউ আল্লাহর পথে জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকে জানানো উচিত যে, ইলমের প্রতি মনোযোগী হওয়া অপরিহার্য।"

তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইলমের অর্জন দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

৪. হযরত উসমান ইবন আফফান (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত উসমান (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা এবং কুরআনের লেখক। তিনি বলেন:

"জ্ঞান হলো জীবনযাত্রার জন্য সর্বোত্তম সম্পদ, এবং যে জ্ঞান অর্জন করে, সে অন্ধকারের পরিবর্তে আলোর দিকে চলে আসে।"

তিনি ইলম অর্জনকে সর্বোত্তম উদ্দেশ্য হিসেবে মনে করতেন, যা মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সহায়ক হয়।

৫. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিআল্লাহু আনহু), রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম খলিফা, তিনি ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতেন:

"ইলম হলো আল্লাহর আযমত ও শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন, যার দ্বারা মানুষ জান্নাতের পথে চলে যায়।"

তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইলম ছাড়া কোনও সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এটি আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় করে।

৬. হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন একজন মহান সাহাবী এবং হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি বলেছিলেন:

"জ্ঞান অর্জন হলো মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।"

তিনি ইলমের গুরুত্ব এবং এর প্রভাব সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি ইলমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তার জীবন উন্নত হয় এবং তার কর্মের ফল সুন্দর হয়।

৭. হযরত ইবন আববাস (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত ইবন আববাস (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন এক প্রসিদ্ধ সাহাবী যিনি কুরআন ও হাদিসের গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি বলেছিলেন:

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, সে তার সমাজে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর পথে সফলতা লাভ করে।"

তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইলম মানুষকে আল্লাহর পথে সঠিকভাবে পরিচালিত করে এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করে তোলে।

সাহাবায়ে কিরামের (রাদিআল্লাহু আনহুম) উক্তিগুলো এবং তাঁদের জীবনে ইলমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, ইলম হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভের মূল মাধ্যম। তাঁদের মতে, ইলম কেবল একটি ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং এটি সমগ্র সমাজের কল্যাণ ও শান্তির জন্য অপরিহার্য। তাই ইলম অর্জন এবং তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে উন্নতি এবং সঠিক পথের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

উম্মতের সম্মানিত পূর্বসূরী আলেমগণের দৃষ্টিতে ইলম

ইসলামের ইতিহাসে অনেক আলেম ও মনীষী ছিলেন, যারা ইলমকে অত্যন্ত মূল্যবান, শ্রদ্ধেয় এবং জীবনযাপনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে, ইলম শুধু এক ধরনের জ্ঞান বা শিক্ষা নয়, বরং এটি একটি মহান যাত্রা, যা ব্যক্তি এবং সমাজকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে।

আলেমগণ ইলমের গুরুত্ব এবং তার সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক প্রভাব সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে, ইলম মানুষকে সত্যের সাথে সংযুক্ত করে এবং তাকে আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের পথ দেখায়।

১. ইমাম গাজ্জালি (রহ.)

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ইসলামের অন্যতম বিশিষ্ট দার্শনিক এবং আলেম। তিনি ইলমের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ইলম অর্জনকে ইসলামের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন:

"ইলম হল পৃথিবী ও আখিরাতের সম্পদ। এটা এমন এক সম্পদ, যা কখনো নষ্ট হয় না।"
(ইহইয়া উলুমুদ্দিন)

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, ইলম না থাকলে মানুষ সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে, এবং এটি একটি গুমরাহি বা অন্ধকারে পতিত হওয়ার কারণ হতে পারে।

২. ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ.)

ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) ছিলেন একজন খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মুফতী। তিনি ইসলামী ইলমের বিভিন্ন শাখা নিয়ে ব্যাপক কাজ করেছেন এবং তার রচনা-সংকলনে ইলমের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ওপর গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে ইলম অর্জন করবে এবং তাকে তার জান্নাতের পথ অনুসরণ করতে হবে।" (মাজমু' ফাতাওয়া)

ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) ইলমকে শুধু একজন মুসলিমের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভের উপায় হিসেবে দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইলম মানুষকে প্রকৃত ইসলামী জীবনব্যবস্থা অবলম্বন করতে সাহায্য করে।

৩. ইমাম আহমদ ইবন হম্বল (রহ.)

ইমাম আহমদ ইবন হম্বল (রহ.) ছিলেন ইসলামের একটি অন্যতম মৌলিক মতবাদীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইলম অর্জনকে একজন মুসলিমের জন্য এক অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হিসেবে দেখতেন। তার মতে, ইলমের মাধ্যমে কেবল একজন ব্যক্তি নয়, বরং সমাজের সংশোধন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। তিনি বলেন:

"ইলম হল জীবনের আলো, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়।" (মাজমু' ফাতাওয়া)

৪. হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু), ইসলামের চতুর্থ খলিফা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামাই, ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম এবং জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। তিনি ইলমের গুণাগুণ এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন:

"জ্ঞান অর্থাৎ ইলমের চেয়ে মূল্যবান কিছুই নেই। যখন কেউ ইলম অর্জন করে, সে আল্লাহর দয়ার পথে এগিয়ে যায়।"

হযরত আলী (রাদিআল্লাহু আনহু) বিশ্বাস করতেন যে ইলমই হচ্ছে সেই উপাদান যা মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করে এবং তাকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) ছিলেন এক প্রখ্যাত হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি ইলমের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন:

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে বের হয়, সে আল্লাহর পথে বের হয় এবং তার জন্য জান্নাতের পথে আসা সহজ হয়।"
(তিরমিজি)

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) যে কুরআন এবং সুন্নাহের জ্ঞান লাভে মনোনিবেশ করেছিলেন, তা ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইলম অর্জন ইসলামের মূল ভিত্তি এবং একটি মুসলিমের জীবনকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে।

৬. ইমাম নবী (রহ.)

ইমাম নবী (রহ.) ছিলেন একজন মহান হাদিস বিশারদ। তিনি বলেছেন:

"ইলম হলো এমন একটি সম্পদ যা কখনো নষ্ট হয় না, এটি সবার জন্য প্রয়োজনীয়।"

ইমাম নবী (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে ইলম অর্জন এবং তার দ্বারা আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করা একটি মুসলিমের শীর্ষ কর্তব্য।

উম্মতের সম্মানিত পূর্বসূরী আলেমগণের দৃষ্টিতে, ইলম শুধুমাত্র একটি দুনিয়াবি অর্জন নয়, বরং এটি একটি অমূল্য আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক সম্পদ। তারা মনে করতেন যে, ইলমের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারে এবং তার জীবন সত্য ও ন্যায়ের দিকে পরিচালিত হয়। ইলম অর্জন করা একজন মুসলিমের জন্য জীবনধারণের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, এবং তা কখনো হারানো বা নষ্ট হয় না, বরং এটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও কল্যাণ বয়ে আনে।

ইলম শূন্য মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) এমন একটি মূল্যবান বিষয়, যা মানবজীবনকে আলোকিত করে, মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে পরিচালিত করে। একদিকে যেখানে ইলম মানুষের মননশীলতা, বিবেক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়, সেখানে ইলমহীনতা মানুষকে অন্ধকারে, ভুল পথে পরিচালিত করে, অনেক সময় তার আচরণ এবং চিন্তা-ধারা পশুর মতো অগঠিত হয়ে যায়।

অতএব, ইলমের অভাবের কারণে যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন না, তাকে ইসলাম চতুষ্পদ প্রাণী বা পশুর মতো বিবেচনা করেছে। ইসলাম একে শুধু জীবনের মৌলিক জ্ঞান হিসেবেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিক থেকেও ইলমের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে এই ধারণার ব্যাখ্যা

১. কুরআন এবং ইলমের গুরুত্ব
কুরআনে ইলমের গুরুত্ব বহুবার বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

"বলো, 'এবং কি তারা যারা জানে এবং যারা জানে না, তাদের মধ্যে সমান হতে পারে?'
(সূরা আয-যুমার, ৩৯:৯)

এখানে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলছেন যে, যারা ইলমে বিশ্বাসী এবং জ্ঞানী, তাদের এবং যারা ইলম থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে কোনো সমানতা থাকতে পারে না। ইলম মানুষের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে।

২. হাদিসে ইলমের অবস্থান
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"ইলম হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে।"
(আত-তিরমিজি)

এখানে, হাদিসে ইলমের গুরুত্বকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইলম না থাকলে মানুষ অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে, যা পশু বা চতুষ্পদ প্রাণীর মতো অবস্থায় পরিণত হওয়ার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলে।

ইলমহীনতার পরিণতি: পশুর মতো জীবন

ইলমহীন মানুষ শারীরিকভাবে যেমন মানুষের মতো, তেমনি তার চিন্তা-ধারা, মনোভাব, এবং কর্মকাণ্ড প্রায়ই চতুষ্পদ প্রাণীর মতো হয়ে যায়, কারণ সে জীবনের উদ্দেশ্য, আল্লাহর নির্দেশনা এবং নৈতিকতার কোনো ধারণা পায় না। এর ফলে তার জীবন শুধুমাত্র দেহাতি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এবং সে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

এখানে কিছু চিত্রণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি:

1. **চিন্তা ও বিবেকের অভাব**
   ইলমহীন ব্যক্তি জীবনে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের অভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাকে পশুর মতোই ইচ্ছার তাড়নায় চলতে হয়। সে আল্লাহর নির্দেশনা, হেদায়াত বা নৈতিকতার কোনো গুরুত্ব দেয় না।
2. **নৈতিকতা ও সৎকর্মের অভাব**
   যেহেতু ইলম মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে, তাই ইলমহীন মানুষ সাধারণত অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারে, যেমন হিংসা, মিথ্যাচার, প্রতারণা ইত্যাদি।
3. **আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক উন্নতির অভাব**
   ইলম মানুষকে শুধুমাত্র দুনিয়াতে সফলতা নয়, আখিরাতেও সাফল্য অর্জন করার পথ দেখায়। ইলমহীন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত থাকে, যার ফলে সে শূন্য, হতাশ ও হতাশাজনক জীবন কাটাতে থাকে।

"ইলম শূন্য মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়" এই বাণীটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, ইলম মানুষের অস্তিত্বের মুল চরিত্র এবং সে ইলম ছাড়া সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করতে অক্ষম। এটি মানবজীবনের জন্য একটি শক্তিশালী গাইডলাইন, যা সঠিক দিশা দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। ইলম মানবজীবনকে

আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করে এবং তাকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে, যা অন্যথায় পশুর মতো অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

ইলমের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে করণীয়

ইলম (জ্ঞান) ইসলামে একটি অমূল্য সম্পদ এবং তার মর্যাদা ও সম্মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, ইলম একজন মুসলিমের জীবনকে আলোকিত করে, তাকে সৎপথে পরিচালিত করে এবং তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়। ইলমের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১. ইলম অর্জন করা এবং তা চর্চা করা

ইলমের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে প্রথমে আমাদের সবার জন্য তা অর্জন করা অপরিহার্য। ইসলাম ইলম অর্জনকে ফরজ করেছে এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এর গুরুত্ব নিশ্চিত করেছে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম পুরুষ এবং মহিলার উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

এছাড়া, ইলম অর্জন পরবর্তী সময়ে তা নিয়মিত চর্চা এবং জীবনে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে তা আমাদের চরিত্র এবং কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

২. ইলমের প্রতি ত্যাগ এবং বিনয় দেখানো

ইলম অর্জন করার সময় আমাদের মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা থাকতে হবে। যেসব আলেমগণ ইলমে অভ্যস্ত, তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে এবং তাদের সম্মান করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

"তুমি একে অপরকে সম্মান করতে শেখো এবং যারা জানেন, তাদেরকে সম্মানিত করো।"
(সূরা মুজাদিলা, 58:11)

ইলম অর্জনকারী ব্যক্তির জন্য অহংকার করা বা একে শুধুমাত্র দুনিয়ার অর্জন হিসেবে দেখা মেনে নেওয়া উচিত নয়। বরং, তাকে আল্লাহর কাছে শোকরগুজারি করতে হবে এবং অন্যদের কাছে তা পৌঁছাতে হবে।

৩. ইলম ছড়িয়ে দেওয়া

ইলম শুধুমাত্র নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে, যে পরিমাণ ইলম অর্জন করেছি, তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ভালো জ্ঞান প্রচার করে, তার প্রতিদান কখনো ক্ষয়ীভূত হবে না।"
(তিরমিজি)

অতএব, ইলমকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুধু নিজের জীবনের উন্নতি নয়, সমাজের কল্যাণ এবং মানবতার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

৪. ইলমের উপকারিতা ও উদ্দেশ্য বোঝা

ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করা। যদি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুনিয়াবি লাভ বা আত্ম-প্রশংসা হয়, তবে তা ইলমের মর্যাদা কমিয়ে দেয়। কুরআন ও হাদিসে ইলমের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"কেবল সেই ব্যক্তি যারা জানে তারা (আল্লাহের পথে) দিশা পায় এবং আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে।"
(সূরা আল-ফাতহ, 48:29)

৫. ইলমের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার ব্যবহার সঠিকভাবে করা

ইলমের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের উচিত, ইলমের ব্যবহার সঠিকভাবে করা, যাতে তা কোনো প্রকার অযথা বা অবৈধ কাজে ব্যবহৃত না হয়। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে যে, ইলম যখন ব্যবহার হয় তখন তা সমাজে শান্তি, ন্যায় এবং সৎকর্মে প্রভাব ফেলতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে এবং তার ব্যবহার সঠিকভাবে করে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।" (আত-তিরমিজি)

৬. ইলমের প্রতি খোদাভীতি (তাকওয়া) রাখা

ইলমের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য ইলমী জীবনযাপন করতে হবে, যাতে তা মানুষকে খোদাভীতি (তাকওয়া) দিয়ে পরিচালিত করে। ইলমের সাথে যদি তাকওয়া না থাকে, তবে তা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে এবং তার ব্যবহার নষ্ট হতে পারে।

৭. ইলমের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতি

ইলম কেবলমাত্র পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান নয়, বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম। ইলমের সাহায্যে একজন মুসলিম তার চরিত্র ও নৈতিকতা উন্নত করতে পারে, সমাজে সৎপথ অনুসরণ করতে পারে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। ইলমের প্রকৃত ফায়দা হলো তা মানবিক গুণাবলী ও সৎকর্মে পরিণত হওয়া।

৮. ইলমের দানে দৃঢ়তা এবং ঐক্য বজায় রাখা

ইলম অর্জন ও তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে, সমাজের মধ্যে ঐক্য এবং সম্মান বজায় রাখা অপরিহার্য। আলেমদের সম্মান ও সহানুভূতির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং সবাইকে একসাথে আল্লাহর পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ইলমের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের সবার প্রথম কাজ হলো ইলম অর্জন করা, তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং সমাজে তা প্রচার করা। ইলম কেবল একজন ব্যক্তির জন্য নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য উপকারি। সুতরাং,

আমাদের উচিত ইলমের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য সততার সাথে তা চর্চা করা এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগানো।

আলেমের মর্যাদা

ইসলাম ধর্মে আলেমদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ এবং তাদের গুরুত্ব সমাজে অমুল্য। আলেমরা শুধু ইসলামিক জ্ঞান (ইলম) অর্জন করেন না, তারা সেই জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগও করেন, এবং তা সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের শাস্ত্রীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে আলেমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আলেমরা আল্লাহর পথে মানুষের গাইড এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

১. কুরআন ও হাদিসে আলেমের মর্যাদা

কুরআন ও হাদিসে আলেমদের মর্যাদা এবং তাদের কাজের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে আলেমদের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন:

"আল্লাহ ছাড়া কেউ যে জানে, আর জানে না, তাদের তুলনা কি? আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদের ইচ্ছা ইলম দেন, তারা আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাপূর্ণ।"
(সূরা আয-যুমার, 39:9)

এছাড়া, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আলেমরা হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী।" (তিরমিজি)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদিসে, আলেমদের মর্যাদার গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। এটি স্পষ্ট করে যে, আলেমরা নবীদের মত একটি মহান দায়িত্ব পালন করেন, যা ইসলামিক সমাজে মানবতার সঠিক পথ দেখানোর কাজ করে।

২. আলেমদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি

আলেমদের কেবল ধর্মীয় জ্ঞানই থাকে না, তারা সমাজের নৈতিকতা, আইন, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা এবং শান্তির বার্তা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তারা কুরআন, হাদিস, ফিকাহ (ইসলামী আইন), তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা), ইতিহাস এবং অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। আলেমরা ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের জীবন ও সমাজে শৃঙ্খলা আনতে সহায়তা করেন।

৩. আলেমের দায়িত্ব ও ভূমিকা

আলেমের দায়িত্ব শুধু জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে সেই জ্ঞানকে সঠিকভাবে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করা, তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

আলেমদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব:

- **জ্ঞান প্রচার:** আলেমদের প্রধান কাজ হচ্ছে ইসলামিক জ্ঞান প্রচার করা, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়।
- **নেতৃত্ব প্রদান:** আলেমরা সমাজের পথপ্রদর্শক। তারা ইসলামি শিক্ষা এবং আদর্শে সমাজকে নেতৃত্ব দেন, সমাজে অশান্তি ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।
- **আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা:** সমাজের ব্যক্তিগত এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মানুষকে ইসলামের সঠিক রীতি-নীতি অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- **সমাজের সমস্যা সমাধান:** আলেমরা ইসলামি ফিকাহ (আইন) এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখেন।

৪. সমাজে আলেমদের প্রভাব

ইসলামে আলেমদের শুধুমাত্র ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, তারা সমাজের সকল স্তরে প্রভাব বিস্তার করেন। তারা সমাজের চেতনা ও নৈতিকতার মাপকাঠি হিসেবে কাজ করেন, মানুষের দৃষ্টি সৎ এবং ন্যায়ের দিকে নির্দেশনা দেন। তাদের

কর্ম ও প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়, যা সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৫. আলেমদের সম্মান ও শ্রদ্ধা

ইসলামে আলেমদের সম্মান ও শ্রদ্ধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"জ্ঞানী মানুষের সম্মান হল সমাজের শান্তি।" (তিরমিজি)

এছাড়া, আলেমদের শিক্ষাও ইসলামের একটি অমূল্য দান হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদের সম্মান করার মাধ্যমে আমরা ইসলামি সমাজের সম্মান ও শান্তি রক্ষা করতে পারি। কুরআনে আল্লাহ তাআলা আলেমদের সম্পর্কে বলেন:

"আল্লাহ শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে নির্ভরশীল ব্যক্তি ও আলেমদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন।"
(সূরা আল-মুজাদিলা, 58:11)

৬. আলেমদের জীবন একটি উদাহরণ

আলেমদের জীবন সাধনার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ, তারা যা শিক্ষা দেন, তা নিজের জীবনেও অনুসরণ করেন। ইসলামী দৃষ্টিতে, আলেমদের জন্য ভালো আচরণ এবং সৎ জীবনধারা অপরিহার্য। তারা সকল মানুষকে সদাচরণ, সহানুভূতি, নম্রতা এবং ইসলামের নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

আলেমদের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। তারা সমাজের আলোকবর্তিকা, যারা ইসলামী জ্ঞান ও নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষকে সত্য ও সুন্দর পথে পরিচালিত করেন। ইসলামে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম এবং তাদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহানুভূতির মাধ্যমে ইসলামী সমাজকে উন্নত ও শান্তিপূর্ণ রাখা সম্ভব। আলেমদের জীবন আমাদের জন্য একটি মহান আদর্শ, যা অনুসরণ করে আমরা নিজেদের এবং আমাদের সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি।

আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা

ইসলামিক ঐতিহ্যে আলেম (জ্ঞানী) এবং আবেদ (উপাসক) উভয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তবে, আলেমের মর্যাদা সাধারণত আবেদের থেকে উচ্চতর বলে বিবেচিত হয়, কারণ আলেম শুধু ইবাদত (উপাসনা) পালন করেন না, বরং তারা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন, সেই জ্ঞান সমাজে প্রচার করেন এবং মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আলেমের জ্ঞান ও নেতৃত্বের ভূমিকা সাধারণ আবেদের থেকে অনেক ব্যাপক এবং সমাজে তাদের প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়।

১. কুরআন ও হাদিসে আলেমের মর্যাদা

কুরআন এবং হাদিসে আলেমের মর্যাদা ও সম্মান ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

"বলুন, ‘কী তারা যারা জানে এবং যারা জানে না, তাদের মধ্যে সমান হতে পারে?’" (সূরা আয-যুমার, ৩৯:৯)

এখানে আল্লাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যারা জানে, তারা যারা জানে না তাদের থেকে মর্যাদায় উচ্চ। একদিকে আলেমরা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন, অন্যদিকে আবেদ শুধু নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইবাদত করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আলেমরা হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী।" (তিরমিজি)

এটি প্রমাণ করে যে, আলেমরা সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ, কারণ তারা শুধু ইবাদত করেন না, বরং সমাজের মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন।

২. আলেম ও আবেদের মধ্যে পার্থক্য

আবেদ এবং আলেমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো–আলেম শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন না, বরং সেই জ্ঞানকে সমাজে ছড়িয়ে দেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য কাজ করেন।

- **আলেম:** ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করেন, তা শিক্ষা দেন, সমাজের নৈতিকতার উন্নতি ঘটান, ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা দেন, আল্লাহর পথে মানুষকে পরিচালিত করেন।
- **আবেদ:** মূলত ব্যক্তি পর্যায়ে ইবাদত (উপাসনা) ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেন, যেমন নামাজ, রোজা, জিকির, দোয়া ইত্যাদি। তবে তাদের কাজ সাধারণত সীমিত থাকে এবং সমাজের বড় পরিসরে পরিবর্তন আনে না।

৩. আলেমের জ্ঞানের গুরুত্ব

আলেমদের কাজ শুধুমাত্র ইবাদত সীমাবদ্ধ নয়, তারা ইসলামী দৃষ্টিতে সমাজের সকল দিককে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করেন। আলেমরা মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আইনি দিক নিয়ে কাজ করেন, যা সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য ইলম অর্জন করে, তার প্রতিদান চিরন্তন হবে।"
(আবু দাউদ)

এটি প্রমাণ করে যে, আলেমের কাজ শুধুমাত্র নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নয়, বরং মানুষের কল্যাণে। তাদের দ্বারা সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব হয়।

৪. আবেদ এবং আলেমের মর্যাদায় পার্থক্য

আলেমের মর্যাদা আবেদের থেকে কেন বেশি? কারণ, ইলম (জ্ঞান) একজন মুসলিমের আত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করতে সহায়ক।

আলেমরা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে কাজ করেন না, তারা সমাজের শাসন, নৈতিকতা, আইন ও জীবনযাত্রা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"বিশ্বে যে ব্যক্তির জ্ঞান, তার মর্যাদা অন্যদের থেকে বেশি, এমনকি তার ইবাদতের মর্যাদা সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি।" (তিরমিজি)

এটি প্রমাণ করে যে, যারা আলেম, তাদের কাজ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়, বরং সমাজের ব্যাপক উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৫. আলেমের মর্যাদা নিয়ে কিছু উক্তি

ইসলামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে কথা বলেছেন:

ইমাম গাজালি (রহ.) বলেছেন:

"আলেমরা সমাজের হৃদয়, যাদের দ্বারা জীবন সমৃদ্ধ হয়।"

ইমাম শাফি (রহ.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, সে সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

এগুলো আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, আলেমরা সমাজের পথপ্রদর্শক, যারা আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঠিক দিশা দেখান।

আবেদের কাজ ইবাদত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, কিন্তু আলেমদের কাজ শুধুমাত্র ইবাদত নয়, বরং তারা সমাজের মানুষের সঠিক দিশা দেখান। তাদের দ্বারা সমাজে সত্য, ন্যায়, এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। আলেমের মর্যাদা অতুলনীয়, কারণ তারা সমাজে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.) এর সুন্নত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন। ইসলামে ইলম অর্জন এবং তা প্রচারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আলেমদের মর্যাদা একই কারণে অত্যন্ত উঁচু।

আলেমরাই বিশ্বস্ত

ইসলামে আলেমদের মর্যাদা এবং তাদের বিশ্বস্ততার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলেমরা এমন ব্যক্তিত্ব, যারা শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন না, বরং সেই জ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রচার করেন এবং সমাজের সঠিক পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। তাদের বিশ্বস্ততা, সততা এবং ইসলামী নীতি অনুসরণে আস্থা রাখার জন্য সমাজে বিশেষ সম্মান রয়েছে।

১. আলেমদের বিশ্বস্ততা কুরআন ও হাদিসে

আলেমদের বিশ্বস্ততা কুরআন ও হাদিসে খুবই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, এবং যদি তোমরা সত্য জানতে চাও, তবে আলেমদের কাছে ফিরে যাও।"
(সূরা আন-নাহল, 16:43)

এখানে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য জানার জন্য আলেমদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর আইন এবং রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সত্য বলা আলেমের বৈশিষ্ট্য।"
(আবু দাউদ)

এটি স্পষ্ট করে যে, আলেমরা শুধুমাত্র ইসলামী নীতি অনুসরণ করেন না, তারা তাদের জ্ঞান ও কর্মে সততা ও বিশ্বস্ততার আদর্শ স্থাপন করেন।

২. আলেমের কর্তব্য ও বিশ্বস্ততা

আলেমের মূল দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের সত্যকে মানুষকে বুঝানো এবং তাদের জীবনে সঠিক পথে পরিচালিত করা। তাদের জ্ঞান শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয়, বরং সমাজের কল্যাণের জন্য। আলেমদের জীবন ইসলামের আদর্শে পূর্ণ, যা তাদের বিশ্বস্ততার পরিচায়ক।

একজন আলেম সমাজে এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যার উপর তার সম্প্রদায় বিশ্বাস রাখে। তার প্রতিটি কথা এবং কাজ ইসলামের আদর্শের অনুসরণ করে। আলেমরা ধর্মীয় জ্ঞানে গভীর এবং তাদের সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য সাধারণ মানুষের জন্য সঠিক দিশা দেখায়।

৩. আলেমদের বিশ্বস্ততা ও সমাজের উপকারিতা

আলেমরা শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান দিয়ে সমাজকে আলোকিত করেন না, বরং তাদের জীবনযাপনও মানুষের জন্য একটি বড় শিক্ষা। তাদের জীবনে সততা, বিশ্বস্ততা এবং ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ প্রকাশ পায়। তারা সমাজে সৎ পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করেন এবং অন্যায় বা অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আলেমদের প্রতিটি কর্ম ও পদক্ষেপ সমাজের মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা, দিশা ও পরামর্শ সমাজে সঠিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৪. আলেমদের বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত

ইসলামি ইতিহাসে এমন বহু আলেমের উদাহরণ রয়েছে, যারা তাঁদের বিশ্বস্ততা এবং সততার মাধ্যমে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ইসলামী নীতির প্রতিফলন। তারা কখনোই তাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি এবং কখনো অন্যায়ের সমর্থন করেননি।

উল্লেখযোগ্য কিছু দৃষ্টান্ত:

- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.): তিনি ছিলেন একজন মহান আলেম, যার বিশ্বস্ততা এবং সততার কারণে ইসলামী আইন ও ফিকাহর ক্ষেত্রে তার অবদান অমূল্য। তিনি কঠিন পরিস্থিতিতেও তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।
- ইমাম শাফি (রহ.): তার জ্ঞান এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা তাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে স্থান দেয়।

৫. আলেমের বিশ্বস্ততা এবং আজকের সমাজে তাৎপর্য

আজকের সমাজে যেখানে নানা ধরনের বিভ্রান্তি এবং সন্দেহ তৈরী হচ্ছে, আলেমদের বিশ্বস্ততা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আলেমরা যদি তাদের জ্ঞান এবং কাজের মাধ্যমে সঠিক দিশা প্রদর্শন করেন, তাহলে সমাজে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাদের ভূমিকা কেবল ধর্মীয় পরামর্শক হিসেবে নয়, বরং সমাজের প্রতিটি খাতে ন্যায়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়ানো উচিত।

আলেমরা ইসলামের সত্য পথ অনুসরণকারী এবং তাদের বিশ্বস্ততা সমাজে সঠিক দিশা দেখায়। তাদের জ্ঞান ও জীবনযাপন মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। আলেমদের জীবন থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু রয়েছে, বিশেষত তাদের সততা, বিশ্বস্ততা, এবং ইসলামী আদর্শে অটল থাকার শিক্ষা। আলেমদের প্রতি এই বিশ্বস্ততা শুধু তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তারা সমাজকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আলেমদের উপর আল্লাহর অবিরাম রহমত বর্ষণ

ইসলামে আলেমদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ এবং তাদের উপর আল্লাহর অবিরাম রহমত বর্ষিত হয়। আলেমরা ইসলামের সঠিক জ্ঞান ধারণ করেন এবং তা প্রচার করেন, তাদের কাজ সমাজের কল্যাণে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। আল্লাহ তাআলা তাদের এই মহান দায়িত্বের জন্য বিশেষভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

১. কুরআন ও হাদিসে আলেমদের উপর আল্লাহর রহমত

কুরআন ও হাদিসে আলেমদের উপর আল্লাহর রহমত এবং তাদের মর্যাদা ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং যারা আলেম, তাদের মর্যাদা আল্লাহ অধিক করেছে।"
(সূরা আল-মুজাদিলা, 58:11)

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আলেমদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ এবং তাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। তারা যেহেতু আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান ধারণ করেন এবং তা প্রচার করেন, তাই আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া ও বরকত প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে একটি দ্বার খুলে দেন।"
(তিরমিজি)

এই হাদিসে আলেমদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাদের জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

২. আলেমদের জ্ঞান ও আমলের প্রতি আল্লাহর রহমত

আলেমদের জ্ঞান শুধু তাদের নিজেদের জন্য নয়, বরং সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা ইসলামি জ্ঞান অর্জন করে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। এই মহৎ কাজে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন এবং তাদের প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন। আলেমরা যখন ইসলামের হুকুম ও বিধান প্রচার করেন, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের কাজকে মঙ্গলময় করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে এবং তা দিয়ে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, তার আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় এবং তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।"
(বুখারি)

এটি প্রমাণ করে যে, আলেমদের প্রতি আল্লাহর রহমত সর্বদা থাকে, কারণ তারা আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য জীবিত থাকে এবং মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে।

৩. আলেমরা আল্লাহর রহমতের শাফায়াত লাভ করেন

আলেমরা শুধু নিজের আমল নয়, তারা নিজেদের জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজে ভালোর প্রচার করে এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তারা আল্লাহর পথে নিজের জীবন ব্যয় করেন, তাই আল্লাহ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। আলেমরা জান্নাতের দিকে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর রহমতের অগ্রগামী হিসেবে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং তাদের থেকে শিক্ষা নেয়, তার জন্য আল্লাহ রহমত এবং বরকত বর্ষণ করেন।"
(ইবনে মাজা)

এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আলেমদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়, কারণ তারা ইসলামের প্রচার এবং অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

৪. আলেমদের জন্য আল্লাহর দয়া ও আশীর্বাদ

আলেমরা আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদ লাভ করেন, কারণ তারা আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি অবিচল থাকেন এবং তার দ্বীনের সেবা করেন। তারা যারা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করেন, তারা একে অপরের কল্যাণে কাজ করেন এবং মানবতার সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, যা তাদের কাজের মাধ্যমে সমাজে আলোর প্রদীপ হিসেবে কাজ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য জ্ঞান অর্জন করে এবং তা ছড়িয়ে দেয়, তার জন্য আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।"
(আবু দাউদ)

এটি প্রমাণ করে যে, আলেমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন এবং তাদের আমল আল্লাহর রহমতের একটি বিশেষ মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

আলেমরা ইসলামের জ্ঞানী ও ধর্মীয় পথপ্রদর্শক, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানবতার সেবা করেন। তাদের উপর আল্লাহর অবিরাম রহমত বর্ষিত হয়, কারণ

তারা আল্লাহর দ্বীন প্রচার করেন এবং সমাজে ন্যায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। আলেমদের কাজ শুধু জ্ঞান দেওয়ার নয়, বরং তারা ইসলামিক সমাজে পবিত্র জীবনযাপন ও আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণের মাধ্যমে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের পরিশ্রম ও সাধনার ফলস্বরূপ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাদের কাজকে সফল করেন।

আলেমদের চেহারা চির উজ্জ্বল

ইসলামে আলেমদের মর্যাদা ও সম্মান অত্যন্ত উচ্চ। আলেমরা যেহেতু আল্লাহর রূপের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখেন, তারা নিজেদের জীবন ইসলামের আদর্শে পরিচালিত করেন এবং সত্যের পথে চলেন, তাই তাদের চেহারা ও চরিত্র চির উজ্জ্বল। আলেমদের চেহারা শুধুমাত্র বাইরের সৌন্দর্যে সীমাবদ্ধ নয়; তাদের নৈতিকতা, চরিত্র, অন্তর এবং তাদের কাজের মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা এবং দয়া প্রকাশিত হয়। তাদের চেহারা উজ্জ্বলতার এক গভীর প্রতীক, যা ধর্মীয় পবিত্রতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সমাজে আলোর প্রতিফলন।

১. আলেমদের চেহারার সত্যিকার উজ্জ্বলতা

আলেমদের চেহারা কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না, বরং তাদের চরিত্র এবং কর্মের মধ্যে আল্লাহর দয়ালুতা এবং রহমত প্রতিফলিত হয়। আলেমরা ঈমানদার, সৎ এবং সত্যের অনুসারী। তাদের ভিতরে রয়েছে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নত অনুসরণ করার চেষ্টা। এই আন্তরিকতা এবং আত্মবিশ্বাস তাদের চেহারা এবং ব্যবহারেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা সমাজের জন্য একটি আলোকিত দৃষ্টান্ত।

২. কুরআন ও হাদিসে আলেমদের চেহারা ও মর্যাদা

কুরআনে আলেমদের মর্যাদার প্রতি একাধিক ইঙ্গিত রয়েছে, যা তাদের চেহারা এবং জীবনযাপনের উজ্জ্বলতা বর্ণনা করে:

"আল্লাহ তার পথে যারা জ্ঞানী, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (সূরা আল-মুজাদিলা, 58:11)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কেবল আলেমদের জ্ঞানের উচ্চতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করার কথা বলেননি, বরং তাদের চেহারা ও চরিত্রের মধ্যে এই জ্ঞান এবং মর্যাদার প্রতিফলনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আলেমরা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি, যারা সমাজে ন্যায়, সত্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করেন।"
(তিরমিজি)

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আলেমরা সমাজের মধ্যে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং তাদের চেহারা এবং চরিত্র এই প্রতিনিধিত্বের সঠিক প্রতিফলন।

৩. আলেমদের চেহারার উজ্জ্বলতা তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থানের পরিচায়ক

আলেমদের জীবন আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, এবং তাদের মধ্যে যে জ্ঞান ও ধার্মিকতা বিরাজমান, তা তাদের চেহারা, আচরণ ও উপস্থিতিতে ফুটে ওঠে। একে চির উজ্জ্বলতার সঙ্গে তুলনা করা যায় কারণ তারা সব সময় সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যের পক্ষে থাকেন। তারা এমন এক দীপ্তিময় চেহারা ধারণ করেন, যা মানুষের মধ্যে শান্তি এবং আধ্যাত্মিক উত্তরণ আনে।

৪. আলেমদের চেহারা ও সমাজের জন্য তাদের গুরুত্ব

আলেমদের চেহারা ও আচার-ব্যবহার সমাজে আলোর মতো। তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নত অনুসরণ করেন। তাদের চরিত্রের এই আলোকিত দিক তাদের সবার মধ্যে উপস্থিত থাকে। তাদের চেহারা সমাজে ন্যায়, শান্তি ও শান্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। তারা যে পথে চলেন, সেই পথই সঠিক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত।

আলেমদের চেহারা শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতিফলন। তাদের চেহারায় আল্লাহর রহমত, তাদের চরিত্রে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মীয় আদর্শের নিদর্শন থাকে। আলেমরা সমাজে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধি, যারা আলোর মতো মানুষের পথপ্রদর্শক। তাদের চেহারা চির উজ্জ্বল, কারণ তারা সত্য, ন্যায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলেন, যা সমাজে কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

উলামাগণ নবীদের ওয়ারিশ

ইসলামে উলামাগণ (আলেমরা) নবীদের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হিসেবে পরিচিত। তাদের বিশেষ মর্যাদা এবং দায়িত্ব রয়েছে, কারণ তারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেন, তার প্রচার করেন এবং সমাজকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন। এই ধারণাটি কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ঐতিহ্যে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। নবীদের কাজ ছিল আল্লাহর হুকুম পৌঁছানো এবং মানুষের হৃদয়ে ঈমান প্রতিষ্ঠা করা, এবং উলামাগণ সেই কাজের উত্তরাধিকারী হিসেবে সমাজে ইসলামী নীতি এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচার করেন।

১. কুরআন ও হাদিসে উলামাগণের নবীদের ওয়ারিশ হওয়ার প্রমাণ

উলামাগণের নবীদের ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বিখ্যাত হাদিস রয়েছে:

"উলামাগণ হলেন নবীদের ওয়ারিশ। নবীরা কোনো ধন-সম্পত্তি রেখে যাননি, তারা যা রেখে গেছেন তা হলো জ্ঞান। যে ব্যক্তি সে জ্ঞান অর্জন করে, সে মহান কল্যাণ লাভ করে।"(তিরমিজি)

এটি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, নবীরা তাঁদের জীবনের মাধ্যমে যা কিছু রেখে গেছেন, তা হল ইসলামি জ্ঞান। নবীদের লক্ষ্য ছিল মানবতাকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করা এবং উলামাগণ সেই দায়িত্বের উত্তরাধিকারী।

২. নবীদের কাজের অবদান এবং উলামাগণের দায়িত্ব

নবীদের প্রধান কাজ ছিল আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানো, মানুষের মন ও হৃদয়ে ঈমান স্থাপন করা এবং তাদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। নবীরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন এবং ইসলামের বিধান ও হুকুম তাদের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছাত। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর, এই দায়িত্ব পালন করতে আলেমরা তাদের উত্তরাধিকারী হন। উলামাগণ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে, কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা দেন এবং মানুষের জীবনকে ইসলামী নীতিমালার মধ্যে প্রবাহিত করেন।

৩. উলামাগণের মর্যাদা নবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত

উলামাগণের কাজ, নবীদের কাজের প্রতিফলন। নবীরা যেমন সমাজের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তেমনি উলামাগণও ইসলামের শুদ্ধ জ্ঞান প্রচার করে সমাজে নৈতিকতা, ন্যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উলামাগণের নৈতিক দায়িত্ব শুধু নিজেদের আমলই নয়, বরং সারা সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজ করা। তাদের দ্বারা সমাজে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার এবং ইসলামি মূল্যবোধের উদাহরণ স্থাপন হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথের দিকে পরিচালিত করেন।"
(তিরমিজি)

এটি প্রমাণ করে যে, আলেমরা নবীদের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, যার ফলস্বরূপ তারা জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন।

৪. নবীদের ওয়ারিশ হওয়ার জন্য আলেমদের বিশেষ গুণাবলি

আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি ধারণ করেন, যেমন:

- সত্যনিষ্ঠা: আলেমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বদা সত্য কথা বলেন এবং সত্যের পথে চলেন।
- অধ্যবসায়: তারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করতে এবং তা প্রচার করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।
- ধৈর্য এবং ত্যাগ: আলেমরা একদিকে জ্ঞান অর্জন করেন, অন্যদিকে সমাজের মানুষের মঙ্গল কামনায় সময় এবং শ্রম ব্যয় করেন।
- দয়া ও পরোপকার: নবীদের মতো আলেমরাও সমাজে কল্যাণকর কাজ করতে থাকেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কাজ করেন।

উলামাগণ (আলেমরা) হলেন নবীদের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী)। নবীরা যেভাবে আল্লাহর বার্তা পৃথিবীতে পৌঁছিয়েছিলেন, উলামাগণ তাদের মাধ্যমে সেই বার্তা

সমাজে ছড়িয়ে দেন এবং মানুষের জীবনে ইসলামি নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। আলেমরা শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি নয়, বরং তারা ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধি এবং সমাজের নৈতিক পথপ্রদর্শক। তাদের কাজের মাধ্যমে তারা নবীদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছান।

বাতিল শক্তি কাটাতে ইলমী শক্তির প্রভাব

ইলম (জ্ঞান) বাতিল শক্তির মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর হাতিয়ার। ইসলামে ইলমকে আল্লাহর দেওয়া আলো এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইলম মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং মিথ্যা, অজ্ঞতা, ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দেয়। অতীত এবং বর্তমানের বিভিন্ন উদাহরণ প্রমাণ করে যে, ইলমের মাধ্যমেই বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

ইলম ও বাতিল শক্তি: একটি সম্পর্ক

১. ইলম আল্লাহর নির্দেশনা বোঝার মাধ্যম

ইলম মানুষকে কুরআন এবং সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা বুঝতে সাহায্য করে। এটি মানুষকে মিথ্যা মতবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে রক্ষা করে।

"বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলীন হয়েছে। মিথ্যা তো অবশ্যই বিলীন হওয়ার।"
(সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮১)

২. ইলম অজ্ঞতা দূর করে

অজ্ঞতা বা জাহালত বাতিল শক্তির মূল অস্ত্র। ইলম এই অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে এবং মানুষকে আলোর পথে নিয়ে যায়।

"যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।"
(সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

৩. ইলম মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে

ইলম সত্যকে প্রমাণ করে এবং মিথ্যার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে বাতিল শক্তিকে মোকাবিলা করতে সক্ষম।

ইলমী শক্তি বাতিলের বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা

১. ইলম সত্যের আলোকবর্তিকা

"তাদের কাছে আমি প্রমাণসহ রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে তারা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে।"
(সূরা ইবরাহিম, ১৪:১)

২. ইলম মুমিনদের শক্তি বৃদ্ধি করে

"আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা জ্ঞান অর্জন করেছে।"
(সূরা মুজাদিলা, ৫৮:১১)

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইলম দিয়ে বাতিল শক্তির মোকাবিলা

রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরআনের জ্ঞানের মাধ্যমে মক্কার কুরাইশদের শিরক ও মিথ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তার ইলমের প্রভাবেই ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে।

ইলমী শক্তি বাতিল শক্তির ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে?

১. যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে বাতিলকে খণ্ডন করা

ইলমের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মিথ্যার বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তি দাঁড় করাতে পারে। ইসলামের আলিমগণ যুগে যুগে ইলমের মাধ্যমে বাতিল মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

২. বাতিল বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা

ইলম মানুষকে ভ্রান্ত মতবাদ থেকে মুক্তি দেয় এবং সত্যের প্রতি আস্থা তৈরি করে।

৩. বাতিল শক্তির প্রভাবকে দুর্বল করা

ইলম মানুষকে সঠিক দিশা দেখায়, যার ফলে বাতিল শক্তির প্রচার এবং প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে যায়।

৪. ইলম মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করে

ইলম জাতিকে বিভেদমুক্ত করে এবং আল্লাহর পথে ঐক্যবদ্ধ করে। এই ঐক্য বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।

ইতিহাসে ইলমের শক্তি ও বাতিল শক্তির পতন

১. ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর ভূমিকা

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) ইলমের মাধ্যমে ইসলামি আকিদার শুদ্ধতা বজায় রেখে বাতিল মতবাদ "মুতাজিলা"র বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

২. ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর সংগ্রাম

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ইলমের শক্তি দিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ এবং বাতিল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

৩. আধুনিক যুগে ইসলামি পুনর্জাগরণ

বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ ইলমের মাধ্যমে পশ্চিমা মতবাদ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলা করেছেন।

ইলমের মাধ্যমে বাতিল শক্তিকে পরাস্ত করার উপায়

1. **সঠিক ইসলামি শিক্ষা প্রচার করা**
   মুসলমানদের মধ্যে সঠিক ইলম ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে তারা মিথ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে।

2. **আলেমদের ভূমিকা নিশ্চিত করা**
   জ্ঞানী আলেমদের মাধ্যমে সমাজে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করতে হবে।
3. **ইসলামি গ্রন্থ ও গবেষণার প্রসার ঘটানো**
   ইসলামি ইলমের প্রসার ঘটিয়ে মানুষকে মিথ্যার প্রভাব থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।
4. **যুবসমাজকে ইলম অর্জনে উৎসাহিত করা**
   যুবসমাজকে ইলমী শক্তিতে বলীয়ান করে তুললে, তারা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হবে।

ইলম হলো বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। এটি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে এবং মানুষকে আলোর পথে পরিচালিত করে। ইসলামি ইলমের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মিথ্যা মতবাদ ও বাতিল শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। সুতরাং, প্রতিটি মুসলমানের উচিত ইলম অর্জন করা এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যাতে আল্লাহর পথে অবিচল থাকা যায় এবং বাতিল শক্তি পরাজিত হয়।

ইলমের প্রতি সাহাবাদের সীমাহীন আগ্রহ ও একাগ্রতা

সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন এমন এক প্রজন্ম, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরাসরি সান্নিধ্যে থেকে ইসলামি শিক্ষার মূল মর্ম এবং তা প্রয়োগ করার পদ্ধতি শিখেছিলেন। তারা ইলমের (জ্ঞান) প্রতি সীমাহীন আগ্রহ, একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তাদের ইলমের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং ইবাদতপূর্ণ জীবনযাপন ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আসহাবে সুফফার ইলম সাধনা

ইসলামের ইতিহাসে "আসহাবে সুফফা" একটি বিশেষ দল, যারা মদিনার মসজিদে নববীতে অবস্থিত সুফফা নামক একটি ছাউনি বা আশ্রয়ে বসবাস করতেন এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেন। এই সাহাবিরা ইসলামের প্রথম যুগে অত্যন্ত গরিব, নির্লোভ এবং একাগ্রভাবে ইলমে দ্বীনের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল জ্ঞান অর্জনের এবং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁদের ইলম সাধনা শুধু যে তাঁদের নিজেদের জন্য ছিল না, তা বরং উম্মাহর জন্যও এক বিশাল উপকারে এসেছে।

আসহাবে সুফফার পরিচয়

আসহাবে সুফফা ছিল মদিনার মসজিদে নববীর পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গা, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু সাহাবি বসবাস করতেন। এখানে তাঁরা কুরআন, হাদিস, ফিকহ এবং ইসলামের অন্যান্য শাখায় শিক্ষা লাভ করতেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত গরিব, দীন-ধর্মের প্রতি নিবেদিত এবং জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি জ্ঞান গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে, তাঁরা ইলমের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ইলমের প্রতি আসহাবে সুফফার একাগ্রতা

আসহাবে সুফফা ছিলেন ইসলামের শুদ্ধ জ্ঞান অর্জনে একান্তভাবে নিবেদিত। তাঁদের জীবন ছিল এক ধরনের সাধনা, যেখানে ইসলামী জ্ঞান ও ইবাদত ছিল প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিদিন কুরআন

পাঠ, হাদিস সংগ্রহ, এবং ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে কখনো দেখা যায় না খালি হাতে বসে থাকতে, বরং সব সময় কুরআন বা হাদিস অধ্যয়ন করছিলেন বা অন্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেছিলেন:

"হে আল্লাহ! তাদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান দাও এবং তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভীতি ও দ্বীনের গভীর জ্ঞান দাও।"

এবং এর ফলস্বরূপ, সুফফার সদস্যরা ইসলামী জ্ঞান গ্রহণে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁরা জীবনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর পথে এবং ইসলামী শিক্ষার প্রচারে কাটিয়ে দেন।

আসহাবে সুফফার বিশিষ্ট সদস্যগণ

আসহাবে সুফফার মধ্যে কিছু বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, যাঁদের ইলম ও জ্ঞানের কারণে তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

1. **আবু হুরাইরা (রা.):**
   আবু হুরাইরা (রা.) ছিলেন সুফফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য এবং ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। তাঁর কাছ থেকে তাবেঈনরা হাজার হাজার হাদিস শিখেছেন। তিনি বলেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে থাকতাম এবং প্রায়ই ক্ষুধার কারণে কষ্ট পেতাম, কিন্তু কখনও আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্য ছাড়িনি।"

2. **আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.):**
   তিনি একজন অন্ধ সাহাবি ছিলেন, তবে তাঁর ইলমে তীক্ষ্মতা ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তিনি ইসলামী জ্ঞান চর্চায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সুফফার অন্যান্য সদস্যদের কাছে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

3. **সালমান আল-ফারসি (রা.):**
তিনি ছিলেন সুফফার আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যিনি ইসলামের দিকে আগ্রহী হয়ে দীর্ঘ যাত্রা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইলম সাধনার মাধ্যমে ইসলামের প্রসার

আসহাবে সুফফা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য ইসলামী জ্ঞান প্রচারে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা কুরআনের তাফসির, হাদিস সংগ্রহ, এবং ইসলামী শিক্ষার অন্যান্য শাখায় জ্ঞান লাভের পর তা অন্যদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত অনেক সাহাবি পরবর্তীতে ইসলামের প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মসজিদে নববীর এই সুফফা কার্যক্রম পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে, যেখানে আল্লাহর পথে একাগ্রতা, ধৈর্য এবং ত্যাগের মাধ্যমে শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আসহাবে সুফফা ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য দল, যাঁরা নিজেরা ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, ইলম অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মত্যাগ, ধৈর্য এবং নিবেদন প্রয়োজন। তাঁদের ঐকান্তিক ইলম সাধনা আজও আমাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা এবং ইসলামী শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মহিলা সাহাবীদের(রা) এলেম সাধনা

ইসলামের ইতিহাসে মহিলা সাহাবীরা শুধু নিজের জীবন গঠনে নয়, বরং ইসলামী শিক্ষার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা শুধু ঘরকন্নার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সাহাবি নারীরা শিক্ষার প্রতি একাগ্র ছিলেন এবং তাদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন অন্যান্য সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিস শোনার মাধ্যমে বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ছিল।

মহিলা সাহাবীদের মধ্যে ইলম সাধনার উদাহরণ:

1. **হযরত আয়েশা (রা.)**
   হযরত আয়েশা (রা.) ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা আলেম। তিনি শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী ছিলেন না, বরং একজন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষিকা এবং হাদিস বর্ণনাকারীও ছিলেন। তিনি প্রায় ২,২০০ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর শেখানো জ্ঞান শুধু মহিলাদের জন্য নয়, বরং পুরুষদের জন্যও ছিল। তিনি কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী আইন বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

2. **হযরত উম্মুল মুমিনীন (রা.)**
   হযরত উম্ম সালামাহ (রা.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেমা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে তিনি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতেন এবং অন্যদের শেখাতেন। তিনি অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ব্যাপক ছিল।

3. **হযরত ফাতিমা (রা.)**
   হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা হলেও, তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন। তাঁর জ্ঞান ও ইসলামের প্রতি গভীর বিশ্বাস তাকে অন্যান্য সাহাবিদের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করতে সাহায্য করেছিল।

4. **হযরত আম্মারাহ (রা.)**
   তিনি সাহাবি নারীদের মধ্যে অন্যতম একজন যিনি ইসলামের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছিলেন এবং অন্যদেরও তা শেখাতে সাহায্য করতেন। তাঁর জ্ঞান ও ইসলামিক শিক্ষা কেবল মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পুরুষদের মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

মহিলা সাহাবীদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মূল কারণ:

- **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সান্নিধ্য:**
  মহিলা সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদের গঠনমূলক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং তাঁদের জানার আগ্রহকে সম্মানিত করেছেন।
- **নিজেদের ত্যাগ ও অধ্যবসায়:**
  নারী সাহাবিরা তাদের পরিবারের পাশাপাশি ইসলামের শিক্ষা গ্রহণে যথেষ্ট ত্যাগ ও অধ্যবসায় দেখিয়েছেন। তারা বারবার বিভিন্ন সভায়, দোয়ার মাধ্যমে ও অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষিত করেছেন।
- **জ্ঞান বিতরণ:**
  তারা নিজেরা জ্ঞান অর্জন করার পর তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষত, হাদিস এবং ইসলামী আইন বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনেক বড় প্রভাব ফেলেছেন।

মহিলা সাহাবীরা শুধু মুসলিম সমাজের অংশই ছিলেন না, তারা ইসলামী জ্ঞান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের এলেম সাধনা আজও মুসলিম নারী সমাজের জন্য একটি প্রেরণার উৎস। তাদের শিক্ষা, অধ্যবসায় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে তারা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন, যা আজও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য অবদান রাখছে।

ইমামগণের ইলেম সাধনা

ইসলামের ইতিহাসে ইমামগণ (ইসলামী জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব) ছিলেন ইসলামের জ্ঞানের বড় উৎস এবং তাদের ইলেম সাধনা ছিল অত্যন্ত গভীর ও পরিশ্রমসাধ্য। তারা ইসলামী শাস্ত্র, বিশেষত কুরআন, হাদিস, ফিকহ (ইসলামী আইন), তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা) এবং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানী ক্ষেত্রের মধ্যে উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করতে এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। ইমামদের ইলেম সাধনা কেবল তাদের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ছিল না, বরং তারা মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছিলেন।

ইমামদের ইলেম সাধনার কিছু উদাহরণ:

1. **ইমাম আবু হানিফা (রা.)** ইমাম আবু হানিফা (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম বড় আইনজ্ঞ এবং ফিকহের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে ইলেমের প্রতি প্রবল আগ্রহ অনুভব করেছিলেন এবং মক্কা ও মদিনায় ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার গভীরতা, পরিশ্রম এবং শাস্ত্রসম্মত বিশ্লেষণ তাঁকে উম্মাহর মধ্যে একজন বিশিষ্ট ফিকহি (আইনজ্ঞ) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইমাম আবু হানিফা (রা.) নিজের জীবনে কঠোর অধ্যয়ন এবং শিক্ষা নিয়ে এক নতুন ধারার ফিকহ (আইন) প্রচলন করেছিলেন, যা আজও মুসলিম সমাজে পালনীয়।

2. **ইমাম মালিক (রা.)** ইমাম মালিক (রা.) ইসলামের জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব এবং মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজেকে কেবল শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি মদিনার বাইতুল মাদ্রাসায় দীর্ঘ সময় ধরে ইলেম অর্জন করেন। তিনি ইসলামী আইন, হাদিস, এবং কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং মদিনার সাহাবিদের অভ্যাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তা প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল ইসলামের শাস্ত্রীয় দিকগুলোকে সঠিকভাবে বুঝে এবং তা মুসলিম সমাজে বাস্তবায়িত করা।

3. **ইমাম শাফি (রা.)** ইমাম শাফি (রা.) ছিলেন শাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইসলামী শাস্ত্রের একজন প্রতিভাবান মনীষী। তিনি ইলেম অর্জনের

জন্য বহু দেশে সফর করেছিলেন এবং অসংখ্য শিক্ষকের কাছে শাস্ত্র শিখেছিলেন। তাঁর শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতা তাকে ফিকহ, হাদিস, কুরআনের তাফসির এবং অন্যান্য ইসলামিক শাস্ত্রের অন্যতম বৃহত্তম জ্ঞানী করে তোলে।

4. **ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.)** ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) ইসলামের একটি বড় দিক, বিশেষ করে হাদিসের সংরক্ষণ এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি ইসলামের শাস্ত্র, বিশেষ করে হাদিসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীর অধ্যয়ন এবং গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কাজের মধ্যে তাঁর সংগ্রহ করা হাদিসের সন্নিবেশ ছিল, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুল্যবান সূত্রে পরিণত হয়।

ইমামগণের ইলেম সাধনার পদ্ধতি:

1. **দীর্ঘ অধ্যয়ন ও গবেষণা:**
ইমামগণ তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার বর্ণনাতে ব্যয় করেছেন। তারা দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, তাফসির, আরবি সাহিত্য ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন।

2. **শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা:**
ইমামগণ শুধু নিজের পণ্ডিতজ্ঞান থেকে শিক্ষা নেননি, বরং তারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একাধিক উলামাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তারা বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

3. **হাদিসের সংরক্ষণ ও প্রচার:**
ইমামগণ কেবল হাদিস শুনে তা মুখস্থ করতেন না, বরং তাদের জীবনেও সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগে মনোযোগী ছিলেন। তারা হাদিসের সংরক্ষণ এবং তা নির্ভুলভাবে প্রচারের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন।

4. **জ্ঞান বিতরণ:**
ইমামগণ শুধু নিজেদের জন্য জ্ঞান অর্জন করেননি, বরং তা অন্যান্য

মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি এবং ইসলামের প্রচারে অবদান রেখেছেন।

ইমামগণ ইসলামী জ্ঞানের তীর্থযাত্রী ছিলেন। তারা কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওকুল রেখে ইসলামী শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাদের ইলেম সাধনা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি চিরন্তন প্রেরণা এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচারে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

উপসংহার

ইলম বা জ্ঞান ইসলামের ভিত্তি এবং মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি আল্লাহর সৃষ্টিকে জানা, তাঁর আনুগত্য করার উপায় খুঁজে পাওয়া, এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনের মূল মাধ্যম। কুরআন এবং হাদিসের আলোকে ইলমের গুরুত্ব এবং ফজিলত নিঃসন্দেহে এক অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এটি মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, আল্লাহর পথে চলার জন্য দিকনির্দেশনা দেয় এবং সমাজকে সুশৃঙ্খল ও উন্নত করার অন্যতম মাধ্যম।

ইলম অর্জন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ কেবল একজন ব্যক্তির জীবন পরিবর্তন করে না, বরং সমগ্র উম্মাহর উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। একজন আলেমের অবস্থান একজন আবেদের চেয়ে উচ্চতর এবং ইলম শূন্য জীবন কেবল অন্ধকারে পথচলার নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা অনুসারে, ইলম এমন একটি সাদাকাহ, যার সুফল মৃত্যুর পরও চলমান থাকে।

তাই, আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা অপরিহার্য। ইলমের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইলম অর্জনের পথে অটুট রাখুন এবং অর্জিত জ্ঞানকে সঠিক পথে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন। **আমিন।**

তথ্যসূত্রঃ

১।মাসিক আল-কাউসার

২।ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত -আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী

৩। কুরাআন মাজিদ

৪।বুখারি শরীফ,মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ

৫। www.hadithbd.com

৬। www.quranerbani.com